NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ইন্ডিয়া মানে ভারত নয়

অস্ত্র তৈরি করবে ইউক্রেন ৭

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৭ আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.9.2023, Vol.17, Issue No. 106, 8 Pages, Price 3.00

১১টি রাজ্যে ৯টি 'বন্দে ভারত', ভার্চুয়ালি সূচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: ঘোষণা, প্রস্তুতি দুটোই ছিল। রবিবার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৯টি 'বন্দে ভারত' সেমি হাইস্পিড ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ ২ মাস অপেক্ষার পর অবশেষে ১১টি রাজ্যে একসঙ্গে চালু হল ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার বেলা ১ টা নাগাদ ভার্চুয়ালি বিভিন্ন রাজ্যে এই ৯ টি বন্দে ভারতের উদ্বোধন করেন তিনি।

এদিন 'বন্দে ভারত'-এর উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একসঙ্গে রাজস্থান, বিহার, গুজরাট, ঝাড়খন্ড, তেলেঙ্গনা, কর্ণাটক, কেরল, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের একসঙ্গে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই বন্দে ভারত আগের বন্দে ভারতের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও আরামদায়ক।' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বন্দে ভারতের চাহিদা লাগাতার ভাবে বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লাখের বেশি মানুষ বন্দে ভারতে সওয়ার হয়েছেন, এটায় আমি খুব খুশি।'

এতদিন দেশে মোট ২৫ টি বন্দে ভারত পরিষেবা দিচ্ছিল, এখন তাতে আরও ৯ টি বন্দে ভারত যুক্ত হল বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'খুব শীঘ্রই দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে জুড়ে দেবে বন্দে ভারত।'এই বন্দে ভারতগুলো দেশের পর্যটন শিল্পেও জোয়ার এসেছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী।

নতুন ট্রেনগুলিতে যেমন রয়েছে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ ব্যবস্থা, তেমনই নজর দেওয়া হয়েছে যাত্রী সুরক্ষাতেও। 'কবচ' প্রযুক্তি থাকছে দুর্ঘটনা এড়াতে। বাড়তি হিসেবে যাত্রা আরামদায়ক করতে সিটে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সেটা আরও নরম, আরামদায়ক ও অনেক বেশি ঘোরানোর ও ওপরে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া থাকছে গভীর ওয়াশ বেসিন। যাতে কল ব্যবহারের সময় জল ছিটকে না যায়। সাদা নীলের বদলে, বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন বন্দে ভারতের রং কমলা করা হয়েছে।

'বন্দে ভারত' চালু হল ১১টি রাজ্যে

উদয়পুর- জয়পুর
তিরুনেলভেলি- মাদুরাই- চেন্নাই
হায়দরাবাদ- বেঙ্গালুরু
বিজয়ওয়াড়া- চেন্নাই
পটনা- হাওড়া
কাসড়াগড়- তিরুঅনন্তপুরম
রাউরকেল্লা - ভুবনেশ্বর- পুরী
রাঁচি- হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
জামনগর- আহমেদাবাদ

'বন্দে ভারত'-এ বাড়তি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য

- বসার আসন ১৭.৩১ ডিগ্রি থেকে বাড়িয়ে ১৯.৩৭ ডিগ্রি ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বসার জায়গা আগের চেয়ে নরম হয়েছে।
- এক্সিকিউটিভ ক্লাসে বসার জায়গা লাল থেকে নীল করা হয়েছে।
- সিট বা আসনের নীচে মোবাইল চার্জিং এর পোর্ট বাড়ানো হয়েছে।
- সিটে বসে পা ছড়ানোর জায়গা বাড়ানো হয়েছে।
- ম্যাগাজিন ব্যাগ আগে যেমন ছিল, এখনও একই থাকছে।
- ওয়াশ বেশিনের গভীরতা বেড়েছে যাতে জল ছিটকে না আসে।
- বেসিনে জলের গতি নিয়ন্ত্রণে আরও ভালো প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।
- লাগেজ র‍্যাকে লাইট নিয়ন্ত্রণে স্মুথ টাচের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এসএসকেএম-এ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশ সফর সেরে ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ফিরে রবিতেই 'হেলথ চেকআপ'-এ এসএসকেএম গেলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরুপ নিগম সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্তারা। এদিন বিকেলে উডবার্ন ব্লকের সামনে থামে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি। সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে যান তিনি। জানা গিয়েছে তাঁর পায়ের কিছু সমস্যা রয়েছে। তা পরীক্ষা করিয়ে নিতেই হাসপাতালে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উডবার্ন ওয়ার্ডের সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তবে ঠিক কী সমস্যা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।

তবে বিশেষ সূত্রের খবর, বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের কথায়, 'এক সপ্তাহ আগে চোট পান তিনি।' হাসপাতাল সূত্রে খবর আপাতত মুখ্যমন্ত্রীকে ১০ দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

প্রসঙ্গত, শনিবারই স্পেন, দুবাই সফর থেকে ফিরেছেন। বাংলায় বিনিয়োগ টানতে বিদেশ সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক হয় একাধিক শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে। বাংলার বিজিবিএস-এ তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সফর ইতিবাচক বলেই আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদেশ সফর কেমন হল, জানতে মমতাকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশ সফর ঘিরে সৌজন্য বিনিময় মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্যপালের। শনিবারই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লগ্নি আনার লক্ষ্যে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি ফিরে আসতেই তাঁকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস । বিদেশ সফর কেমন হল, তা চিঠি দিয়ে জানতে চান রাজ্যপাল। সেই চিঠির জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, 'সফর খুব ভাল হয়েছে'। রাজ্যে শিল্পের জন্য লগ্নি আনতে ১১ দিনের স্পেন এবং দুবাই সফরে যান মমতা। সফরের আগেও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। শনিবারই রাজ্যে ফিরেছেন মমতা। তার পর গতকালই ফের চিঠি চেয়ে সফরের অভিজ্ঞতা জানতে চান রাজ্যপাল বোস। চিঠির জবাবও দিয়েছেন মমতা। এই চিঠি বিনিময়কে সৌজন্য হিসেবেই দেখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

তবে চিঠির মাধ্যমে কুশল বিনিময় হলেও, নবান্ন এবং রাজভবনের মধ্যে সংঘাত পরিস্থিত অব্যাহত রয়েছে। শনিবারই নতুন করে সংঘাতে জড়িয়েছে দুই পক্ষ। কারণ রাজভবনে নতুন বিধায়ককে শপথ গ্রহণ করানো নিয়ে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানানো হলে, তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় রাজ্য সরকার। সেই আবহেই আবার চিঠি বিনিময়। একদিকে সংঘাত, অন্য দিকে সৌজন্য, বর্তমানে নবান্ন এবং রাজভবনের সমীকরণকে এভাবেই ব্যাখ্যা করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। স্পেন এবং দুবাই সফর সেরে রাজ্যে ফিরে গতকাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মমতা। সেখানে তিনি বলেন, 'বাংলার জন্য বেশ অনেকটা কাজ করতে পেরেছি। এত সফল কর্মসূচি খুব কম দেখেছি আমি। প্রবাসী বাঙালিরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশি।' সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সরকার এবং সেখানকার শিল্পপতিদের কাছে বাংলায় বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি।

রাজ্যপালের বিদেশ সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার ১২ দিনের বিদেশ সফর সেরে কলকাতায় ফিরেছেন। আর মঙ্গলবারই বিদেশ সফরে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও,জানা গিয়েছে ১২ দিনের সফরে তিনি আমেরিকা যাবেন রাজ্যপাল। তাঁর সঙ্গে দেশের আরও কয়েকজন রাজ্যপাল থাকতে পারেন বলেও জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বোস যে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন তা অনেক আগেই জেনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পেন সফরের মধ্যেই তিনি জানতে পেরেছিলেন বিদেশে যাওয়ার জন্য বোসের কাছে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুমোদন এসে গিয়েছে।

চাঁদনি চকে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আগুন লাগল চাঁদনি চক মার্কেট এলাকায়। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার। রবিবার সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে কলকাতার চাঁদনি চক মার্কেট এলাকায় একটি বহুতল ভবনে । ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন পৌঁছেছে। দমকল জানিয়েছে, ইঞ্জিনের সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এলাকায়। আগুন নেভাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে দমকল বাহিনী। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

জানা গেছে, ই মলের পিছনে একটি কম্পিউটার-ল্যাপটপের একটি গোডাউনে আচমকা আগুন লেগে যায়। অনুমান, সম্ভবত শর্ট সার্কিট হয়েই আগুন লাগে ওই দোকানে। চাঁদনি চকের ওই এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি। পাশাপাশি অনেকগুলি দোকান রয়েছে। ফলে, খুব তাড়াতাড়ি একটি দোকান থেকে পরের পর দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল নাগাদ ওই গোডাউন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার ছুটির দিন হওয়ার কারণে দোকানটি বন্ধ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি নতুন ২ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি নতুন দু'টি ট্রেন । পটনা- হাওড়া ও রাঁচি-হাওড়া। ট্রেনটি রবিবার পটনা থেকে হাওড়া আসার পথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল, রানিগঞ্জ, অন্ডাল, দুর্গাপুর, স্টেশনে স্টপেজ দেয়। পানাগড় স্টেশনে রাত ৮টা ১০ মিনিটে পৌঁছতেই পানাগড় বাজারের বাসিন্দারা উৎসাহের সাথে চিৎকার শুরু করেন। পানাগড় স্টেশনে বন্দেভারত স্টেশনে দাঁড়াবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিকাল ৫ টা থেকে স্টেশন চত্বরে ভিড় জমান কয়েকশো মানুষ।

এদিন বন্ধে ভারত ট্রেন পানাগড় স্টেশনে দাঁড়াতেই ট্রেন থেকে বেরিয়ে আসেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া। পানাগড় স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটিকে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য গ্রিন সিগন্যাল দেন সাংসদ। এদিন ট্রেনটি প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছানোর কারণে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১০ মিনিট সময় পর্যন্ত দাঁড়াবার কথা থাকলেও পাঁচ মিনিট দাঁড়ানোর পর হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি।

পানাগর এর বাসিন্দারা বলেন বন্ধু ভারত ট্রেন প্রথমবার পানাগড় স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে তাও আবার নিজেদের চোখে দেখতে পারবেন সেই কারণে পানাগড় স্টেশনে ছুটে আসা। ট্রেনটি সপ্তাহে ছ'দিন চলাচল করবে। শুধুমাত্র বুধবার ট্রেনের যাত্রা বন্ধ থাকবে।

রেল সূত্রের খবর, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে পটনা-হাওড়া এবং ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বাণিজ্যিক ভাবে চলবে। পটনা থেকে বন্দে ভারত সকাল ৮টায় ছেড়ে বেলা ২টো ৩৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছবে। বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে হাওড়া ছেড়ে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে পটনা পৌঁছবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আসানসোল এবং দুর্গাপুরে ওই ট্রেন থামবে। রাঁচি থেকে বন্দে ভারত ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে এবং হাওড়া পৌঁছবে বেলা ১২টা ২০ মিনিটে। বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ফের রাঁচি পৌঁছবে। খড়্গপুর এবং পুরুলিয়ায় ওই ট্রেন থামবে।

চাঁদনি চক মার্কেট এলাকায় আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। নিজস্ব চিত্র

পরিনীতি-রাঘব বিবাহ বন্ধনে

উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর: আম আদমি পার্টি তথা আপ সাংসদ রাঘব চড্ডার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বলিউড নায়িকা পরিণীতি চোপড়া। রাজস্থানের উদয়পুরে লেক পিছোলার ধারে চার হাত এক হল রাঘব ও পরিণীতির।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ইন্দোরে সিরিজ জিতল ভারত

ইন্দোর, ২৪ সেপ্টেম্বর: ইন্দোরে নিজেদের রেকর্ড ধরে রাখল ভারত। সাতটি এক দিনের ম্যাচের সাতটিতেই জিতল তারা। অস্ট্রেলিয়াকে ৯৯ রানে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই এক দিনের সিরিজ জিতে গেলেন লোকেশ রাহুলেরা। ব্যাট হাতে শুভমন গিল, শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল ও সূর্যকুমার যাদব এবং বল হাতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর পারফরম্যান্স স্বস্তি দেবে ভারতীয় ম্যানেজমেন্টকে। সিরিজ জিতে যাওয়ায় রাজকোটে নিয়মরক্ষার ম্যাচে নামবে দু'দল। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপে এক নম্বর দল হিসাবেই খেলতে নামবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। চোট সারিয়ে ফিরে দীর্ঘ ১১ মাস পরে এক দিনের ক্রিকেটে শতরান করেছেন শ্রেয়স আয়ার। শুভমন গিলের সঙ্গে তাঁর জুটি ভারতকে ভালো ভিত গড়ে দিয়েছে। সেই ভিতে ভর করে প্রথমে ব্যাট করে ৩৯৯ রান করেছে ভারত। ইন্দোরের পিচে রান করা সহজ। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বোলারদেরও সতর্ক থাকতে হবে। এই পিচে কী ভাবে বল করলে সাফল্য আসবে।

সেই উপায় নিজেই বাতলে দিলেন শ্রেয়স। ইনিংসের মাঝে ভারতীয় ব্যাটার বলেন, 'পিচে অসমান বাউন্স রয়েছে। ৯ মিটারের আশপাশে বল ফেললে বল কিছুটা থমকে ব্যাটে আসছে। ফলে শট খেলা সহজ হচ্ছে না। আমাদের বোলারেরা সেটা কাজে লাগাতে পারে।' ইন্দোরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বল থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন শ্রেয়স। তার ফলও পান। সেই সময় কেমন মানসিকতা ছিল তাঁর। শ্রেয়স বলেন, 'আমি খুব জোরে শট মারার চেষ্টা করছিলাম না। আমার লক্ষ্য ছিল টাইমিং করা। সামনের দিকে খেলার চেষ্টা করেছি। বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছি। তাতেই সফল হয়েছি।' শুভমনের সঙ্গে ২০০ রানের জুটি বেঁধেছেন শ্রেয়স। দু'জনেই শতরান করেছেন। তাঁদের জুটি নিয়ে বলতে গিয়ে শ্রেয়স বলেন, ''আমাদের বোঝাপড়া ভাল। যখন আমি মারছিলাম তখন শুভমন ধরে খেলছিল। আবার যখন ও মারছিল, আমি ধরে খেলছিলাম। তাই কারও উপরেই বেশি চাপ পড়ছিল না।' শতরান করার পরে অবশ্য একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল শ্রেয়সকে। সেই কারণেই আউট হয়েছেন তিনি। তাঁর পায়ে ক্র্যাম্প ধরেছিল বলে জানিয়েছেন ব্যাটার। শ্রেয়স বলেন, 'শেষ দিকে ক্র্যাম্প ধরেছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্যাট করতে পারছিলাম না। এক বার তো প্রায় আউট হয়েই গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ধরে খেলতে পারব না। তাই বড় শট খেলার দিকে লক্ষ্য ছিল। সেটা করতে গিয়েই আউট হয়েছি।'

ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট বৃষ্টির জন্য হয় ৩১৭। শেষ পর্যন্ত অশ্বিন ও জাদেজার স্পিন ও প্রসিদ্ধের বোলিংয়ের ভেলকিতে অজিদের ইনিংস শেষ হয় টার্গেট থেকে ৯৯ রান দূরে। এই হারের ফলে টানা ৫টি একদিনের ম্যাচ হারল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপের আগে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হেরে খেলতে নামবে অজিরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নোটিশ

গত ১১.০৯.২০২৩ তারিখে মাননীয় Judicial Magistrate (1st Class) Midnapur কোর্টে 13885 নং এফিডেভিট মূলে আমি কার্ত্তিক বাগ আমার মার্কশীট, অ্যাডমিট কার্ডে আমার পিতার নামের বানান ইংরাজীতে "Sankar" ছিল, কিন্তু আমার পিতার নামের বানান ইংরাজীতে "Shankar' রহিয়াছে, তাহা উক্ত এফিডেভিট মূলে Shankar Bag ও Sankar Bag একই ব্যক্তি হইতেছে তাহা সকলের অবগতির জন্য জানানো হইল।

Change of Name

I, **Gagandeep Kaur,** D/o Gurjeet Singh, residing at Ho.No. : 110/C/46, Ward No.- 12, Gurudwara Road, Nutanpally, Dewanmaro, Post: Nimpura, P.S.: Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721304 solemnly affirm and declared that my father's actual/correct name with surname is **GURJEET SINGH** but unfortunately in my all Academic Certificates issued by C.B.S.E. Delhi my father's name has wrongly written as **S. GURJEET SINGH** vide affidavit No.– 7563/19 dated 19/09/23 In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st Class); Kharagpur. That **GAGANDEEP KAUR** D/o **GURJEET SINGH** & **GAGANDEEP KAUR** D/o **S. GURJEET SINGH** are same one and identical person i.e. myself & my father.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিল মেটাচ্ছে না সরকারি দপ্তর! বিদ্যুতে প্রি পেড মিটারের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর। তার জন্য যে বিপুল অঙ্কের লগ্নি দরকার, তার বড় অংশের ভার বইতে রাজি হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির অন্যতম ছিল স্মার্ট প্রিপেইড মিটার'র ব্যবস্থা। সাধারণ গ্রাহক থেকে বাণিজ্যিক সংস্থা; সবাইকেই বর্তমানের পোস্ট পেইড ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে প্রিপেইড মিটার'র রূপান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। চালু হয় পাইলট প্রকল্পের কাজও। ঠিক হয়েছিল, শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে থাকবে সরকারি দফতরগুলি। সেই তালিকায় যোগ হবে আধা সরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থা বা নিগমগুলি। এরপর বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে প্রিপেড মিটারের আওতায় আনতে হবে। তারপর ধাপে ধাপে গৃহস্থের মিটারকে বদলে ফেলা হবে প্রিপেইড মিটার-এ। বর্তমানে রাজ্য সরকারের সব অফিসগুলিতে এই মিটার বসানোর ব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা।

অভিযোগ, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটাচ্ছে না রাজ্য সরকারেরই বিভিন্ন দপ্তর। এর ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের অধীনস্থ বণ্টন সংস্থা। দু'-এক কোটি নয়, বকেয়া বিলের অঙ্ক ইতিমধ্যেই ১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তাই এবার বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' নীতি নিচ্ছে বিদ্যুৎ নিজেই। রাজ্যের সব সরকারি দফতরে এবার বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের বিদ্যুৎ বিল বাকি থাকার বিষয়টি নতুন নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে বিল বাকি পড়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, এখন সেই বকেয়া লাগামছাড়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। টাকা না মেটালে, দফতর চালানোই দায় হয়ে উঠছে এবার। আর তাই রাজ্যের সব সরকারি দফতরে এবার বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বসানো হচ্ছে।

চলতি বছরের গোড়ায় রাজ্য সরকারি দফতরগুলির বকেয়া বিলের অঙ্ক ছিল প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। বকেয়ার নিরিখে সবার আগে ছিল জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর। তাদের বকেয়ার পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকারও বেশি ছিল। এরপর ছিল নগরোন্নয়ন দফতর, তাঁদের বকেয়ার পরিমাণ ৩৩১ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর ৩০৫ কোটি টাকা বাকি রেখেছিল তখন। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্তারা বলছেন, সেই বকেয়া অঙ্ক সামগ্রিকভাবে বাড়তে বাড়তে ১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে দফতরগুলিতে প্রিপেইড মিটার ব্যবস্থা বণ্টন সংস্থাকে কতটা আর্থিক রেহাই দেয়, এখন সেটাই দেখার।

হাতে আর ক'টা মাত্র দিন। তারপরেই বঙ্গ মাতবে দুর্গোৎসবে। কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা। ছবি: অদিতি সাহা

হিন্দি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত হিন্দি দিবস পালিত হয় গোটা দেশজুড়ে। হিন্দিভাষি মানুষেরা প্রতি বছর এই দিবস পালন করে থাকেন। হিন্দি দিবস উপলক্ষে রবিবার পানাগড় বাজারের লদী নারায়ণ মন্দিরে পানাগড় হিন্দি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে এলাকার বিভিন্ন হিন্দি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসটি পালন করা হয়।

সংগঠনের সদস্য সত্যপ্রকাশ কেশরি জানিয়েছেন, মূলত হিন্দিভাষি পড়ুয়াদের মধ্যে হিন্দি ভাষায় কবিতা, গদ্য পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করার পাশাপাশি ছবি আঁকার বিষয় সকলকে উৎসাহিত করতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। এই উৎসব চলবে আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর নেপালি পাড়া হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ডক্টর কলিমুল হক, বোলপুরের শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ ডক্টর সুভাষ রায়, পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক নন্দকিশোর সোনি সহ অন্যান্যরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও তাঁর পরিবার। শনিবার সন্ধ্যায় বাইকে করে এক বছরের শিশু কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পে তেল ভরে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে উঠতেই পিছনে একটি ছোট গাড়ি ধাক্কা মারলে রাস্তার ওপরে ছিটকে পড়েন ৩জনেই। দুর্ঘটনায় আহত হন কাঁকসার রথতলার বাসিন্দা লক্ষীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী ও এক বছরের শিশুকন্যা। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে লক্ষীকান্তবাবুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তিনি।

বিহারে বিষমদে মৃত ২ দৃষ্টিশক্তি গেল ৩ জনের

মুজাফফরপুর , ২৪ সেপ্টেম্বর: ড্রাই স্টেট হিসেবে ঘোষিত বিহার। সেই বিহারে বিষমদে মৃত্যু। এবারের ঘটনাটি মুজাফফরপুর জেলার। সেখানে বিষমদ পান করে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন আরও ৩ জন। রবিবার এই ঘটনার কথা বিহার পুলিশের তরফেই জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।পুলিশ সূত্রে খবর, মুজাফফরপুর জেলার পোখারিয়া পির এলাকায় দু' থেকে তিনদিন আগে বিষমদ পান করেছিলেন বেশ কয়েকজন। দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বিষয়টি নজরে আসে পুলিশের। আরও ৩ জন দৃষ্টিশক্তি হারান বলেও জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা খোঁজ করে দেখছেন, এক জায়গা থেকেই সকলে মদ পান করেছিলেন কি না। দৃষ্টিশক্তি হারানো ধর্মেন্দ্র রাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, শিব চন্দ্র পাসোয়ানের ডেরা থেকে মদ কিনেছিলেন তিনি। বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে একজন আগেও মদ সংক্রান্ত অভিযোগে জেল খেটেছেন। উল্লেখ্য, নীতীশ কুমারের বিহারে মদ নিষিদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে। যদিও সেখানে প্রতি বছর বিষমদে পান করে মৃত্যুর ঘটনা লেগেই থাকে। মাস খানেক আগেই মতিহারী জেলায় বিষমদের বলি হন ২৭ জন। অভিযুক্ত মদ ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। যদিও একই ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে।

লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। বিভিন্ন শহরের প্রায় কয়েক হাজার মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি টানা বর্ষণের জেরে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ধসে যায়। ফলে সাময়িকভাবে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়।

অন্যদিকে, ভারি বর্ষণে জলমগ্ন গঙ্গারামপুর শহর। কার্যত গৃহবন্দি পড়েছেন শহরের হাজার হাজার মানুষ। পুরসভার তরফে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে স্টেডিয়ামে। টানা বৃষ্টির জেরে শহরের দোকানপাট বন্ধ। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ও বাজার বন্ধ থাকায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন শহরবাসী। ভারী বর্ষণের ফলে গঙ্গারামপুরের একাধিক পুজো মণ্ডপ ডুবে গিয়েছে। বৃষ্টির জলে ভাসতে শুর করেছে মন্ডপ সাজিয়ে তোলার সামগ্রী।

পাশাপাশি বৃষ্টিতে জলমগ্ন মালদা শহর। শনিবার রাতে ঘণ্টা তিনেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে মালদা। এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জমা জলের মধ্যে দিয়েই রোগীদের মেডিকেলে নিয়ে আসা এবং জলমগ্ন ওয়ার্ডে রোগীদের চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেখা যায়।

একটানা ভারী বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন রায়গঞ্জ শহর। রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জল। বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় অনেকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে আশ্রয় নিয়েছে। রায়গঞ্জ শহরের এই অবস্থার জন্য রায়গঞ্জ পুরসভার ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, ভোটের আগে মাস্টার প্ল্যানের কথা বললেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী না হওয়ায় সারা বছর ভুগতে হচ্ছে শহরবাসীকে।

পাটনা থেকে হাওড়া পর্যন্ত চালু হওয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করলেন সাংসদ এসএস আহলুওয়ালিয়া ও নিশিকান্ত দুবে।

মেট্রো যাত্রীদের সুরক্ষার্থে সম্প্রতি, বেলগাছিয়া ও শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের মাঝে এনডিআরএফ'র সহযোগিতায় এমার্জেন্সি মক ড্রিল পরিচালনা করা হল।

জলপাইগুড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আদরপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মা এবং ছেলের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, মৃত মায়ের নাম ননীবালা রায় (৫৫) এবং ছেলে টিংকু রায় (৩২)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, পুলিশ এবং বিদ্যুত দপ্তরের কর্মীরা। টিংকুর পাকা বাড়ির গা ঘেষে রয়েছে একটি টিনের ঘর। যেখানে থাকতেন মা ননীবালা এবং টিংকুর মেয়ে।

এদিন সকালে নিজের ঘর থেকে বের হতে গিয়ে টিনের দরজায় হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ননীবালা। তাঁর চিৎকারে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন টিংকু। মাকে পড়ে থাকতে দেখে কিছু না বুঝেই বাঁচাতে যান তিনি। সেইসময় মায়ের সঙ্গে টিংকুও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এরপর দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতয়ালি থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার বলেন, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার ওই রোডে খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত পোলেমপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই গৃহবধূর স্বামী। মৃত মহিলার নাম শাকিলা বেগম। বাড়ি হুগলির রামনগরের কাসাওয়ারায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বাইকে চেপে স্বামী-স্ত্রী বর্ধমানের দিক থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিলেন। সদরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত পোলেমপুরের সামন্ত পেট্রোল পাম্পের কাছে রাস্তার একটি গর্তে পড়ে বাইক থেকে পড়ে যান শাকিলা বিবি। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে থাকা একটি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। দুর্ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষজন এই দুর্ঘটনার জন্য দিনের পর দিন বেহাল রাস্তাকেই দায়ী করেছেন। তাঁদের দাবি, বিগত কয়েকমাস ধরে বর্ধমান-আরামবাগ রোড, বিশেষ করে সদরঘাট ও পোলেমপুর এলাকা দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে রয়েছে। রাস্তার বহু জায়গায় তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্ত। যার জেরেই প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। এদিন বেঘোরে প্রাণ গেল এক গৃহবধূর। এই দুর্ঘটনা ফের একবার প্রশাসনের গাফিলতিকেই সামনে এনে দিল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

পুরুষ অভিনেতারাই মেয়েদের সাজে অভিনয় করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দেখলে বোঝা দায় পুরুষ না মহিলা। আধুনিক ইন্টারনেটের যুগেও গ্রামীণ যাত্রাপালায় পুরুষ অভিনেতারা হুবুহু মেয়ে সেজে অভিনয় করছেন। আর তাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকগণ। সকলে হাততালিও দিচ্ছেন। আবার মেয়েদের কান্নার অভিনয় দেখে দর্শকদের চোখে জল দেখা যায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী রেলস্টেশন লাগোয়া আনন্দ কলোনিতে শুরু হয়েছে সর্বজনীন মনসা পুজো। আর সেই পুজো উপলক্ষেই আয়োজন হয়েছে 'মনসা মঙ্গল' যাত্রাপালা গানের আসর। আর সেই গ্রামীণ যাত্রাপালায় দেখা গেল ছেলেরা হুবুহু মেয়ে সেজে অভিনয় করছেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে চলে যাত্রাগানের আসর। আধুনিক যুগেও এই ধরনের যাত্রাপালা দেখে দর্শকরাও খুশি। মোবাইলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে যুবক যুবতীরাও ভিড় করেছেন এই গ্রামীণ যাত্রাপালা দেখতে।

যদিও এই ধরনের যাত্রাপালায় ছেলে অভিনেতারা মেয়ে সেজে অভিনয় করতে কোনও রকম সংকোচ বোধ করেন না। শুক্রবার যাত্রা শেষে তাঁদের দাবি, যাত্রায় মহিলা অভিনেত্রীদের আগ্রহ কম দেখা যায়। যদিও প্রাচীন কালে যাত্রা শুরুর সময় থেকে পুরুষরাই মহিলা সেজে অভিনয় করতেন। এতে সমস্যা কিছুই হত না। আর বর্তমানেও কিছুই সমস্যা হয় না। মানুষকে আনন্দ দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য বলেই জানান তাঁরা।

গত ১৭ বছর আগে স্থানীয় নিখিল পালের বাড়িতে পারিবারিক মনসা পুজোর আয়োজন হয়েছিল। সেই পুজোয় সর্ব প্রথম পূর্বস্থলীতে পরিবেশিত হয় 'মনসা মঙ্গল' যাত্রাপালা গান। প্রতিবেশীরাা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। পরের বছর সেই পারিবারিক মনসা পুজোই সর্বজনীনের পুজোর আকার নেয়। সকলের আর্থিক অনুদানে পুজো এবং ৩ দিনব্যাপী যাত্রাগানের আসর বসে। আর তা দেখতেই উপচে পড়েছে দর্শকদের ভিড়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ৭ ই আশ্বিন,সোমবার । একাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির র মহাদশা, বিংশোত্তোরী রবির মহা দশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় সঙ্গে জড়িতো, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল, সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি, বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ, যারা লেখালিখি করেন, মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি, আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে, তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি, সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। কর্ম প্রার্থীরা, যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছো, তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কের প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখবৃদ্ধি।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা এন জি ওতে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন, তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি- জমি -বাস্তু -কৃষিজমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোনো অতিথির আগমনে, পরিবারে সুখ বৃদ্ধি ।গৃহ সরঞ্জাম ক্রয়ে আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধি। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি যোগ।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে, দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে, স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন ।যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি দিন। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন। সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি। শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি। গাড়ির যন্ত্র, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত তাদের শূভত্ব বৃদ্ধি। আজ সম্মান প্রাপ্তি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও আজ বাধা পড়বে। শ্বশুরবাড়ির তিনজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ। আজ মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লেক পিছোলার ধারে শুভ পরিণয়ে পরিনীতি-রাঘব

উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর: আম আদমি পার্টি তথা আপ সাংসদ রাঘব চড্ডার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন বলিউড নায়িকা পরিণীতি চোপড়া। রাজস্থানের উদয়পুরে লেক পিছোলার ধারে চার হাত এক হল রাঘব ও পরিণীতির। বলিউডের জনপ্রিয় পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্রের পরিকল্পিত পোশাক পরে রাঘবের সঙ্গে সাত পাক ঘুরলেন অভিনেত্রী। গোধূলিবেলায় 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'র 'কবীরা' গানে বিদায় হল নববধূ পরিণীতির। রাঘব ও পরিণীতির সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন গায়ক নবরাজ হংস। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের জন্য নব্বইয়ের দশকের নস্ট্যালজিয়া জড়ানো থিম পার্টির আয়োজন করেছিলেন হবু দম্পতি। সেই পার্টিতেই ছিল ম্যাগি ও ক্যান্ডি ফ্লসের কাউন্টারও।,পাত্রের তরফে বরযাত্রী হয়ে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ভগবন্ত সিংহ মানের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরেও। উপস্থিত ছিলেন পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্র। প্রিয় বন্ধু পরিণীতির বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও।

উদয়পুরের তাজ লীলা প্যালেসে আয়োজন হয়েছিল রাঘব ও পরিণীতির বিয়ের। লেক প্যালেস থেকে নৌকোয় চড়ে পরিণীতিকে বিয়ে করতে আসেন রাঘব। সমাজমাধ্যমের পাতায় দেখা গিয়েছে বরযাত্রীর সেই ছবি। বিয়ের পরে সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ তাজ লীলা প্যালেসে নবদম্পতির রিসেপশন পার্টি।

কলকাতা মেট্রোর ব্লু, গ্রিন এবং পার্পল লাইনে শুরু হল স্বচ্ছতা অভিযান।

ekdin_page_3_Layout 1 9/24/2023 9:54 PM Page 1

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ৭ আশ্বিন, ১৪৩০, সোমবার

মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি, বাসের রেষারেষি বন্ধের বার্তা কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামান্য টাকার থেকে একজন মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি, বাসের রেষারেষি বন্ধ করতে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হল এমনই এক বার্তা। কারণ, একজন যাত্রী নিতে না পারলে ১০ টাকা ক্ষতি হবে কিন্তু যাত্রী নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামলে ১০ টাকার বিনিময়ে বাসের চাকার নিচে পড়ে একজন পথচারীর প্রাণ যেতে পারে। এভাবেই বাস চালকদের সতর্ক এবং সাবধান করতে দেখা গেল খোদ কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ওয়াই এস রাও-কে। কারণ, গত কয়েক মাসের পরিসংখ্যান বলছে, শহরে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনায় পথচারীর জখম হওয়া বা মারা যাওয়ার ঘটনায় বাসের যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতা নজরে এসেছে। এরই পাশাপাশি যত্রতত্র বাস দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রী তোলার কারণে। এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানানো হল কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকে।

শনিবার বাণিজ্যিক গাড়ি চালকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক কর্মশালা। উদ্যোগে কলকাতা ট্রাফিক বিভাগের সাউথ গার্ড। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসি ট্রাফিক। ছিলেন ১২০ জন গাড়ির চালক। ডিসি ট্রাফিক এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, 'সম্প্রতি দুর্ঘটনায় পথচারীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই বাস চালকদের বলছি, নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে বাস স্টপ আছে, সেখানে বাস থামান। কিন্তু যেখানে সেখানে বাস দাঁড়ালে একজনের প্রাণ যেতে পারে।' এরই পাশাপাশি অযথা হর্ন না বাজানো নিয়েও আবেদন করেন ডিসি। অযথা কারণ, এই হর্নের জেরে হয় ভয়ঙ্কর রকমের শধ দূষণ। আর সেই কারণেই হর্ন না বাজানোর অনুরোধ জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার রোটারি সদনে সাউথ ট্রাফিক গার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজনে ছিল কনসার্ট ফর ক্যালকাটা ও রোটারি ক্লাব। এ দিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত চালকদের হাতে কলমে ট্রাফিক আইনের পাঠ দেন ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের আধিকারিকরা। পথ দুর্ঘটনার ভিডিও দেখিয়ে সাউথ ট্রাফিক গার্ডের ওসি নিলেশ চৌধুরী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা চালকদের বোঝান, কী ভাবে দুর্ঘটনা এড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এরই রেশ টেনে ডিসি ট্রাফিক জানান, 'আমরা যেমন ভালো মোবাইল ব্যবহারের সময় স্ক্রিন গার্ড ব্যবহার করি, তেমন বাইক চালানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজের সুরক্ষার জন্য ভালো হেলমেট ব্যবহার করুন।' এছাড়াও নিয়ম ভেঙে অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীদের সঙ্গে নাগরিকদের একাংশ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। ট্রাফিক কর্মীকে হেনস্তা করা হয়, এই ধরনের বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকতেও আবেদন জানান কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক।

এবার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ বেহালায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গেল টাকা। কোনও ওটিপি বা লিঙ্ক পাঠানো হয় না, কোনও ভুয়ো ফোনও আসে না, তা সত্ত্বেও গ্রাহকের অজান্তে কেউ অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা। এবার একই অভিযোগ উঠল বেহালার জয়শ্রী পার্কে। সমীর বাউর নামে এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলেও জানান সমীরবাবু। তাঁর অভিযোগ, বায়োমেট্রিক ক্লোন করে টাকা তোলা হয়েছে।

একইসঙ্গে সমীরবাবু এও জানান, তাঁর ফোনে সম্প্রতি একটি একটি মেসেজ আসে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে ১০ হাজার টাকা। এসএমএস-এর মাধ্যমে সমীরবাবু জানতে পারেন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা আইনুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ওই ১০ হাজার টাকা চলে গিয়েছে। এরপর তিনি ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যাংক থেকে বলা হয়, আধার কার্ডের বায়োমেট্রিকের মাধ্যমেই টাকাটা ডেবিট হয়েছে।

এরপরই বেহালা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন সমীর বাউরি। থানা থেকে তাঁকে জানানো হয়, সাইবার ক্রাইম থানা থেকে যোগাযোগ করা হবে। সমীরবাবুর অভিযোগ, প্রায় ২৫ দিন কেটে গেলেও সাইবার ক্রাইম থানা থেকে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। সমীর বাবু জানিয়েছেন, তিন থেকে চার মাস আগে রেশন কার্ডের জন্য বায়োমেট্রিক দিয়েছিলেন তিনি। তারপর আর কোনও জায়গায় বায়োমেট্রিক ব্যবহার করেননি। তবে এভাবে টাকা খোয়া যাওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন সমীরবাবুর পরিবার।

কয়েকদিনের অপেক্ষা। **রবিবার ছুটির দিন পুজোর কেনাকাটার ব্যস্ততা ক্যামেরাবন্দি করলেন অদিতি সাহা।**

শ্রমিক ইউনিয়নকে শ্রমিক মহল্লার মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার পরামর্শ সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ে লড়াই জারি থাকবে। পাশাপাশি শ্রমিক মহল্লার মানুষের সেবায়ও নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হবে। রবিবার শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিলের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের রক্তদান শিবিরে এসে শ্রমিক ইউনিয়নকে এমনই পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। রক্তের সংকট মোচনে শ্রমিক ইউনিয়নের এই উদ্যোগের প্রশংসা করলেন শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। সাংসদ ছাড়াও উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, কাউন্সিলর সত্যেন রায় ও প্রবীর বৈদ্য, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, অজয় রায়, মহম্মদ সুলতান, গৌতম সরকার, রাজু শ্রীবাস্তব প্রমুখ। এদিন কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দর্জি পাড়ায় একতা সংঘের রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনপ্রিয় সাংসদ অর্জুন সিং-সহ বিশিষ্টজনেরা। উক্ত রক্তদান শিবিরে সাংসদ বলেন, বামআমলে রক্তদান ছাড়া অন্য কোনও সেবামূলক কাজ করতে দেওয়া হত না। তৎকালীন সময়ে বিরোধীরা প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে দলীয় সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বর্গীয় ধরমপাল গুপ্তার স্মরণে এদিন ভাটপাড়া ৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। হাজির ছিলেন প্রয়াত ধরমপাল গুপ্তার পুত্র তথা ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি অমিত গুপ্তা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ব্যারাকপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ফুড ডেলিভারি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর: মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অনলাইন ফুড ডেলিভারি বয়ের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর লালকুঠি মোড়ে। মৃতের নাম আমন চৌধুরী (২০)। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার এসএস জুটমিল রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে ব্যারাকপুরের দিক থেকে ইছাপুরের দিকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফুড ডেলিভারি কর্মী ওই যুবক। পিছন থেকে একটি বেপরোয়া মালবাহী ট্রাক সজোরে তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও গারুলিয়ার পিনকল থেকে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ চালক-সহ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে।

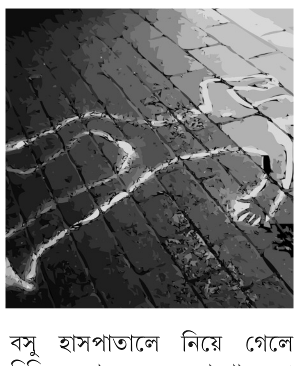

কলকাতা থেকে জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতা থেকে উদ্ধার প্রচুর জাল নোট। ইডেন গার্ডেন্সের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি জাল নোট-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তার কাছ থেকে প্রচুর জাল নোট উদ্ধার হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে,ইডেন গার্ডেন্সের কাছে গোষ্ঠ পাল সরণিতে হানা দেয় ময়দান থানার পুলিশ। সেখান থেকে মজিবুর রহমান ওরফে মোজাহারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তিনি মালদার বাসিন্দা। মোজাহারের কাছে ৫০০ টাকার জাল নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয়। ৩০০টি জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। যার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কী উদ্দেশ্যে তিনি জাল নোট নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তা এখনও অজানা। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে।

জাল নোট সীমান্ত পেরিয়ে এজেন্ট মারফৎ পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের জেলাগুলি থেকে সেগুলি রংপুর হয়ে পৌঁছচ্ছে চাপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে।

তারাতলায় অজ্ঞাত পরিচিত যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউ আলিপুর এলাকার তারাতলা মোড়ের কাছে এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। রবিবার ওই যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, এদিন দুপুর নাগাদ তারাতলা মোড়ের ট্রাফিক কিয়স্কের অদূরে রাস্তার পাশে একটি যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। দেখা মাত্রই তারাতলা পুলিশ স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবকের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তবে সেটাই মৃত্যুর কারণ কিনা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই বলা যাবে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুজোকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিলেও এঁদের জোটে না স্বীকৃতি

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজোকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলতে মৃৎশিল্পী আর ডেকরেটরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেন আরও অনেকেই। পুজো যত এগিয়ে আসছে ততই যেন কাজের চাপ বেড়েছে ডোমপাড়ায়। বেত, কঞ্চি থেকে শুরু করে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা কিছু। শুধু প্রবীণরাই নন, তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কচি কাঁচারাও। তবুও এঁদের কপালে জোটে না শিল্পীর মর্যাদা। পুজো শেষ হলেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান এঁরা। অথচ এঁরাও স্বপ্ন দেখেন মেয়ে বা নাতনির বিয়ে দেবেন একটু স্বচ্ছল ঘরে। আবার কেউ বা স্বপ্ন দেখেন পুজোতে স্ত্রীয়ের হাতে তুলে দেবেন দামি একটা নতুন শাড়ি। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। চোখের সামনে এঁদের কেটে গেছে একের পর এক পুজো। প্রাণপাত কাজ করেও কোনও উন্নতি হয়নি আর্থিক অবস্থার। অথচ ডেকরেটরদের সঙ্গে কাজ না করলে প্যান্ডেল তৈরিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এঁদের শৈল্পিক দক্ষতায় পুজো প্যান্ডেলগুলো এক লহমায় রূপান্তরিত হয় এক অপার বিস্ময়ের জগতে। তবে কপালে প্রশংসা বা অর্থ সে তুলনায় কিছুই জোটে না। সময়ের সঙ্গে এঁরা চলে যান বিস্মৃতির অতলে।

যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা কঞ্চি বা বেতের কারিগর। তাঁরা তাঁদের কাজে এতটাই দক্ষ যে প্যান্ডেল বানানোর সময় ডেকরেটরাও এঁদের শরনাপন্ন হন। যদিও খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এই মানুষগুলোর মূল

জীবিকা একেবারেই ভিন্ন। সারা বছর কাজ না মেলায় পেটের তাগিদে বেছে নিতে হয়েছে ভিন্ন কোনও পথ। যার সঙ্গে কোথাও কোনও মিল নেই তাঁদের এই শৈল্পিক সত্ত্বার। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সকালে গিয়ে হাটে বিক্রি করেন কচি-কাঁচাদের পোশাক আবার কারও পেট চলে নানা কাজে শ্রমিকের কাজ করে। তবে শিল্প যাঁরা বোঝেন, শিল্পের মর্যাদা দিতে জানেন সেই সব গুণী মানুষের হাত ধরে এঁদের মধ্যে অনেকেই ভিন রাজ্যে বা বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন। আর এই দুর্গাপুজো সহ পুজোর মরশুমে এঁদের চাহিদা তুঙ্গে।

মূলত কঞ্চি আর বেত দিয়ে এঁরা তাঁদের শৈল্পিক কর্ম ফুটিয়ে তোলেন। এঁদের খোঁজ মেলে বিডন স্ট্রিটের ফুটপাতের উল্টোদিকে রামবাগানের একটা দুটো গলিতে। এই এলাকাটা লোকে চেনে 'ডোমপাড়া' নামেই। কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে শোভাবাজারের দিকে এগোলেই রাস্তার ওপর চোখে পড়বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এঁদের নানা ধরনের শৈল্পিক নিদর্শন। শুধু বেত বা কঞ্চির কাজই নয়, কাগজের মণ্ড দিয়েও নানা ধরনের শিল্প ফুটে ওঠে এঁদেরই হাতে। পুজোর ঠিক আগে ব্যস্ত সময়ে প্রবীণদের সঙ্গে কাজে হাত মেলায় ছোটরাও। দু-একটা কাঁচা পয়সার আমদানি হওয়ার এটাই যে প্রকৃষ্ট সময় তা বেশ ভালোই বোঝে এরাও। তবে দিনের বেলায় এই সব কচি কাঁচাদের দেখা মেলা ভার। কারণ তাঁরা তখন ব্যস্ত স্কুলে মন দিয়ে পড়া বুঝতে। তবে আঁধার নামতেই ঘরে ফিরে বাবা-কাকার সঙ্গে হাত মেলায় এরাও।

বহুকাল ধরে যাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁদের অনেকেরই সাধ একটু অন্যরকম। পড়াশুনো শিখে পরবর্তী প্রজন্ম এই গলির বাইরের জগৎটা দেখুক। কারণ, কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে চুলে পাক ধরেছে অনেকেরই। নতুন করে ব্যবসা করার মতো পুঁজিও হাতে জমাতে পারেননি এই মাগ্গি গণ্ডার বাজারে। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে তফাৎ এতটাই যে অন্ধকার এই গলির বাইরে বের হতে চাইলেও তা আর হয়ে ওঠে না এই বেত আর কঞ্চির কারিগরদের।

ডোমপাড়ার নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা কিন্তু অনেকেই জানেন এই পেশায় লেগে থাকলে মন্দ পয়সা আসে না। এই ডোমপাড়ার অনেক শিল্পীর ভবিষ্যত নির্ভর করে আছে এই পেশার উপর। কারণ, এখন আর শুধু পুজো নয়, বছর ভর নানা অনুষ্ঠানে কাজ করেন তাঁরা। তবে আলাপচারিতার সময় কোথাও একটা আক্ষেপের সুর শোনা গেল এই শিল্পীদের গলায়। বেশ আক্ষেপের সুরে বলেই ফেললেন, 'প্রকৃত শিল্পীর দাম দিতে জানেন না পুজোর উদ্যোক্তারা। পুজোয় বিশেষ স্বীকৃতি পেলে নাম হয় প্রতিমা শিল্পী আর ডেকরটরের। আমরা রয়ে যাই সেই অবহেলার আঁধারেই।'

'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচার বাড়াতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচার বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। যেহেতু এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জন্য তাই আরও বেশি করে এই কর্মসূচিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হচ্ছে। আর এখন মানুষ যেহেতু অনেক বেশি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় তাই সেখানেই এই কর্মসূচির প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের পরিকল্পনা রূপায়ন ও নজরদারি এবং অভিযোগ সেল থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের। সেই চিঠিতেই বলে দেওয়া হয়েছে, সেই সূত্রেই জেলাশাসকদের চিঠি দেওয়া। চিঠিতে জেলাস্তরে এই কর্মসূচি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার বাড়াতে বলা হয়েছে।

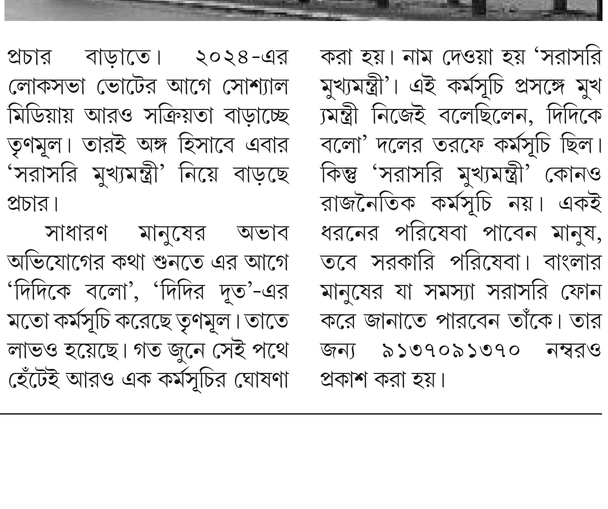

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের জেলা শাসকদের সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে আরও বেশি করে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নিয়ে প্রচার করতে বলা হয়েছে। শনিবারই এই চিঠি সমস্ত জেলাশাসকের কাছে গিয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী সংক্রান্ত যে পেজগুলি রয়েছে তার প্রচার বাড়াতে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে তৃণমূল। তারই অঙ্গ হিসাবে এবার 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নিয়ে বাড়ছে প্রচার।

সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে এর আগে 'দিদিকে বলো', 'দিদির দূত'-এর মতো কর্মসূচি করেছে তৃণমূল। তাতে লাভও হয়েছে। গত জুনে সেই পথে হেঁটেই আরও এক কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। নাম দেওয়া হয় 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন, দিদিকে বলো' দলের তরফে কর্মসূচি ছিল। কিন্তু 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। একই ধরনের পরিষেবা পাবেন মানুষ, তবে সরকারি পরিষেবা। বাংলার মানুষের যা সমস্যা সরাসরি ফোন করে জানাতে পারবেন তাঁকে। তার জন্য ৯১৩৭০৯১৩৭০ নম্বরও প্রকাশ করা হয়।

সম্পাদকীয়

পরিবার ও প্রশাসনের বিবৃতি পরোক্ষে খুনির অপরাধকে আড়াল করবে

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে একটি স্কুলে ছাত্র নিগ্রহের ঘটনা অনেক প্রশ্ন তুলে ধরে। এই নিগ্রহের ঘটনা শিক্ষিকার নির্দেশে তাঁর সামনেই ঘটেছে। ছাত্রটি আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। প্রথমে শিক্ষিকা এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলেও, পরে এটা 'সামান্য ঘটনা' বলে সমস্ত অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাই শুধু প্রশ্ন নয়, তার উত্তর খুঁজতে হবে গভীরে। শিক্ষিকার নির্দেশে অন্য ছাত্ররা যখন এক সংখ্যালঘু ছাত্রকে নিগ্রহ করে, তখন সেই ঘটনাকে তিনি যদি সামান্য বলেন, তা হলে বলা যায় হয় ওই শিক্ষিকা জেনেবুঝেই এ কাজ করেছেন, নয়তো এ ঘটনার গভীরতা তিনি অনুভব করতে পারেননি। মনে হয়, ওই শিক্ষিকা আসলে অনুতপ্ত নন, জেনেবুঝেই নিগ্রহের ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এমন ঘটনা বিচ্ছিন্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? বিশেষত উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে, যেখানে জাত-ধর্ম-বর্ণের বিদ্বেষে ঘৃণার উদ্গিরণ নতুন কোনও ঘটনা নয়। এমন নিপীড়নকে 'সামান্য ঘটনা' বলার পিছনে অন্য শক্তির সমর্থন আছে কি, যে শক্তির কাছে এমন ঘটনা 'সামান্য' হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে এই শক্তি সমাজকে গড়ার বদলে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এমন শক্তির প্রতিফলন আর এক ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে এই ঘটনার প্রায় এক মাস আগে। জয়পুর-মুম্বই এক্সপ্রেসের কামরায় এক আরপিএফ জওয়ানের হত্যালীলা। সেই হত্যালীলায় তিন সংখ্যালঘু ব্যক্তি ও এক দলিত জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন ওই জওয়ানের হাতে। অপরাধী জওয়ানের মানসিক অসুস্থতা ছিল বলে পরিবার ও প্রশাসনের বিবৃতি পরোক্ষে খুনির অপরাধকে আড়াল করে। অপরাধী জওয়ানের মানসিক অসুস্থতার খবর আগে থেকে জানা সত্ত্বেও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে রেলযাত্রীর সুরক্ষার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হল কেন, তার উত্তর অবশ্য কখনও পাওয়া যাবে না। এই শক্তির সার্বিক সাফল্য তখনই, যখন শিক্ষক থেকে অপরাধী জওয়ানের মতো মানুষজন সমাজের নানা স্তরে নিজে থেকে এমনতর সামান্য ঘটনা ঘটাতে থাকবে। ছাত্ররা নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে এমন ঘটনায়। তখন এই শক্তিকে শিক্ষক, ছাত্র, সমাজ আলাদা করে আর চিনে নিতে বা বুঝে নিতে সক্ষম হবে না। এমন চিত্রনাট্য সমাজের চেহারাটা অচিরেই বদলে দিতে পারে, যার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

শাশ্বত কথা

কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য-অবস্থা লাভ করতে পারে না,আর কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্মের মধ্য দিয়েই -নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মবন্ধন মোচন হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। কর্ম মানুষকে করতেই হবে। কর্ম ছাড়া সে থাকতেই পারে না। তাই কর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে দিতে হবে। ভগবান অর্জুনকে তাই বলেছেন, 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'- 'শাস্ত্রবিহিত কর্ম তুমি সর্বদা করো।' এভাবে কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস এই দুটোয় তিনি সংহতি স্থাপন করলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

জন্মদিন

আজকের দিন

দীনদয়াল উপাধ্যায়

১৯১৬ *আরএসএসের চিন্তক দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৩৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফিরোজ খানের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিষেণ সিং বেদির জন্মদিন।*

ইন্ডিয়া মানে ভারত নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

হঠাৎ করে দেশের নাম পরিবর্তন নিয়েই সরকারবিরোধী মানসিকতায় তুমুল হৈচৈ পড়ে যায়। কয়দিন আগে নিউ দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে দেশের নাম ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারতের নাম তুলে ধরায় নাম পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কে অগ্নিসংযোগ ঘটে। আবার তার রেশ কাটতে না কাটতে নতুন সংসদ ভবনের নামকরণই ('পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া') সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরকম নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে নাম পরিবর্তন নিয়ে সেই বিতর্ক সরগরম হয়ে উঠেছে,তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারতের পরিচয়ে শাসকবিরোধী দলের মধ্যেই নয়, আমজনতার মধ্যেও তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের বহুমুখী বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সদ্যগঠিত বিরোধী দলের জোটের নামকরণ 'ইন্ডিয়া'র বিরুদ্ধে সরকারি দলের কৌশলী বিরোধিতাই অভিযোগের মূলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে হৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রচলিত ইতিহাস বাতিলে জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের স্থান নাম বদলের প্রবণতাও সেখানে সমান সক্রিয়। যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদলে গৈরিকীকরণের প্রয়াসে স্থান নাম বদলের হিড়িকে শেষে কিনা দেশটার নামই পরিবর্তনের খেলায় মেতে ওঠার প্রবণতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এতে করে গণমাধ্যমে যেভাবে সোচ্চার ধ্বনিত হচ্ছিল,তার বিরুদ্ধেও সরকারি নীরব মনোভাব থেকে দলীয় স্তরে সরব প্রতিবাদ বিতর্কের পরিসরকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে। এ যেন হওয়ারই ছিল এমন মনোভাব সেখানে ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। দেশজ চেতনায় ভারতের সঙ্গে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনে সমুজ্জ্বল ইন্ডিয়া নামের মধ্যে আপাত ভাবে বিরোধ নেই, সংবিধানেও তার মান্যতা অনস্বীকার্য। ভারত মানেই ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়া বলতে ভারতকেই বোঝায়। সেখানে স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পরে আকস্মিক ভাবে দেশের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি আপনাতেই অনেকের মনে সরকারের অভিসন্ধি নিয়েই অস্বচ্ছতা প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিবর্তন কতটা জরুরি বা প্রাসঙ্গিক,তা নিয়েই অধিকাংশ অভিমত আবর্তিত হয়েছিল । এই নাম বদলে দেশের কী উন্নতি হবে, দেশবাসীর কী লাভ হবে, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তাতে অবশ্য নাম পরিবর্তনে আপত্তি নয়, সমর্থনই প্রকারান্তরে মান্যতা লাভ করে। অন্যদিকে আবার নাম পরিবর্তন করে লাভ হলেই দেশের নাম পরিবর্তন করা যায়ের ধারণাও প্রকাশ পায়! অনেকে আবার দেশের দুরবস্থা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য সরকারের সচেতন প্রয়াস বলেও অজানা তথ্য ফাঁস করেছেন। যেন দেশের নাম নিয়েও এরকম ছলাকলা করা স্বাভাবিক! সেক্ষেত্রে বিতর্ক থেমে গেলেও তার অস্তিত্ব সুদূরপ্রসারী। ইন্ডিয়া বনাম ভারতের বিতর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত।

দেশ শুধু মাতৃভূমির স্থানিক পরিচয় নয়, তা দেশবাসীর অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত । জন্মমৃত্যুর মতোই তা জীবনের সঙ্গে অন্বিত।

সেখানে দেশের নাম পরিবর্তন কোনো ভাবেই প্রত্যাশিত নয়। তার সঙ্গে সরকারের ইচ্ছে-অনিচ্ছের যোগ থাকতে পারে না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশের নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাবও দেয়নি বা করেনি। দেশের নাম দুটির জায়গায় একটি করতেও চায়নি। সেখানে ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারত নয়, বরং ভারতের পরিবর্তে ইন্ডিয়ার প্রচলনে অনীহা উঠে এসেছিল। সেক্ষেত্রে এরকম একটি উদ্যোগ নিতে এতদিন সময় লাগল কেন, বা এখনই কেন নেওয়া হল কেন, তা নিয়ে বিপক্ষের প্রশ্ন ওঠাটাও অসমীচীন নয়। আসলে দাসত্বের সবচেয়ে বড় দোষ তা যত দীর্ঘ হয়,ততই জীবনে স্বাভাবিক হয়ে আসে। তখন অভ্যাসের বশে তার শুধু দাসত্ববোধই বিলোপ পায় না, দাসত্বকেই স্বাভাবিক মনে হয়। বাধ্য পশু বাঁধনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লে বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। তখন বাঁধনটাই তার শুধু স্বাভাবিকই মনে হয় না, স্বভাবে সামিল হয়। কে তাকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে,তা নিয়ে তার হুঁশ থাকে না। শিশুর নির্দেশেও সাড়া দিয়ে চলে। অন্যদিকে অভ্যাসে আত্মিক যোগ আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। সেখানে আত্মজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়। দীর্ঘদিন ভাড়া বাড়িতে থাকলে সেই বাড়ির প্রতি যেমন মমত্ববোধ জেগে ওঠে, তেমনই অধিকারবোধও অন্ধ হয়। তখন সেই বাড়ির গাছের ফলও নিজের মনে হতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে সেই দাসত্বের অভ্যাসে ইন্ডিয়ার সঙ্গে একাত্মবোধ অস্বাভাবিক নয়, বরং দেশের উত্তরণের চেতনায় ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা লাভ করে। ঔপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্ববোধে পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ আজও অবিচল। দাসত্ব ও রাজত্বের ফেরে পড়ে দাসের মনেও রাজার প্রতি অকারণ শ্রেষ্ঠত্ববোধ মোহ বিস্তার করে। বাণিজ্যবিস্তারের সূত্রে ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২-এর এপ্রিলে ভুল করে প্রথমে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের দেশে গিয়েছিলেন এবং পরে আর এক পর্তুগিজ অনুসন্ধানী পর্যটক ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮-এর ২০ মে ব্ল্যাক ইন্ডিয়ানদের দেশ ভারতে আসেন। সেই বাণিজ্যসূত্রেই ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতে এসে ভারতকে ইন্ডিয়া করে তোলে। অনেকের মনে হয়, এই দেশের ধারণাও ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কথাটি পুরো সত্য নয়, অর্ধ সত্য।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা থেকে দেশের ধারণা সম্প্রসারিত হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই তা ক্রমশ পূর্ণতা লাভ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও একাধিক দেশীয় রাজ্য ও বিদেশির অধীন অঞ্চল ছিল। সেদিক থেকে ভারতবর্ষ তার 'বর্ষ'কে ব্যাঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মতো ভারত হয়ে ওঠেনি। দেশ অর্থে 'বর্ষ'-এর ব্যবহারেই 'ভারতবর্ষ'-এর নামের মধ্যে ভারতের দেশীয় চেতনা ক্রমশ স্বাধীনতা লাভের পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৭৮-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'চারমূর্তি' সিনেমার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ও শিল্পী মান্না দের গাওয়া 'ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো'র মধ্যেই স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরেও সেই স্বদেশচেতনার গর্ববোধ ফিরে এসেছে। যে গানটি সিনেমার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল,তাই দেশাত্মবোধক গানে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেখানেও ভারতবর্ষ ও ভারত দেশের পরিচয়ে স্বপ্ন ও বাস্তবের বিস্তার জনমানসে বর্ণরঙিন হয়ে হাতছানি দিয়ে চলে। সেখানে পাশ্চাত্যের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ববোধের মোহ কাটিয়ে ওঠা দুরূহ। আসলে পরাধীনতার কষ্টকে লাঘব করতে গিয়ে যখন মানসিক ভাবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেই মানসিক দাসত্ব অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। এজন্য পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও মানসিক দাসত্ব সংগোপনে রয়ে যায়। সময়ান্তরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এদেশ থেকে চলে গেলেও এদেশের মানসিকতায় তাদের রাজকীয়তা নানা ভাবে রয়ে গেছে। ভারতকে নয়, ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দিয়েছে তারা। যে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে এদেশের মহত্ত্বের পরশমণি,তা ইন্ডিয়ায় নেই, আছে স্বামী বিবেকানন্দের আপামর ভারতবাসীর ধারণায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ'-এ, মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীণ ভারতে, রাজীব গান্ধীর 'মেরা ভারত মহান'-এ। আসলে ইন্ডিয়ার মধ্যে বাইরে থেকে দেখার দৃষ্টি যেভাবে প্রসারিত হয়, ভেতরের অন্তর্দৃষ্টিতে তা আপনার মনে হয় না। অথচ ইন্ডিয়ার মধ্যে আভিজাত্যের পরশ পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ববোধে ভারতের মুখে এঁটে বসেছে। সেখানে মুখের সঙ্গে মুখোশের নিবিড়তায় মুখোশই তার মুখ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ভারতের মুখে ইন্ডিয়ার মুখোশ আলাদা তো দূরস্থান, অবিচ্ছিন্নতায় একাত্ম মনে হয়। অন্যদিকে তার মধ্যে যেভাবে উৎকর্ষের অভিমুখ রচিত হয়েছে,তাতেও ইন্ডিয়ার প্রতি অমোঘ দুর্বলতা চেপে বসে। গ্রামীণ ভারতকে পিছনে ফেলে আধুনিক ভারতের জয়যাত্রায় ইন্ডিয়ার আবেদন ক্রমশ মোহ বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, সেখানে ভারতের আর্যীকরণের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট মনে হয়।

আর্যদের আভিজাত্যবোধে এ দেশীয়দের অনার্য বলে অভিহিত করার প্রবণতা স্বাভাবিকতা লাভ করে। সেখানে উৎকর্ষ থেকে উত্তরণের হাতছানিতে আর্যীকরণের পথে অপরিশীলিত, আদি অকৃত্রিম গ্রামীণ ভারতের পরিশীলিত, উত্তরণকামী ও উন্নয়নশীল আধুনিক প্রতিযোগিতামুখর ইন্ডিয়ায় রূপান্তর স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তাতে দেশবাসীর অস্মিতাবোধ নিঃস্ব হতে থাকে। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে ইন্ডিয়ার সংযোগ শুধু নিবিড়তা লাভ করেনি, উল্টে ভারতকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধানেও তার স্বীকৃতি, 'India– that is Bharat'। তা তো হতে পারত, 'Bharat– that is India'। তা হয়নি। অথচ তা হলেও আপত্তি ছিল। কেননা ভারতের ইংরেজি ইন্ডিয়া নয় এবং ইন্ডিয়া মানে ভারতও নয়। আমাদের দেশের নাম ভারত। ইন্ডিয়ার মধ্যে তার অস্তিত্বের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিচয় উঠে আসে না, আসতে পারে না। তা আরোপিত বর্ণরঙিন কৃত্রিম মুখোশ। তার আড়ালে ভারতের আসল মুখটি শুধু ঢাকা পড়েনি, ক্রমশ অস্বীকারের শিকার হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, একাধিক নামের মহিমায় এদেশের মানুষের অস্মিতাবোধও দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে। বিতর্কের মধ্যেও তা প্রতীয়মান। অন্যদিকে দেশের নাম একটি হওয়াই শ্রেয়। বাবা বা মায়ের নাম একাধিক হলে তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া যে নাম দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকারে সামিল করে অস্মিতাবোধকেই নিঃস্ব করে দেয়,তা প্রত্যাখ্যান করা একান্ত জরুরি। সেদিক থেকে নাম পরিবর্তন নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল পড়া যেমন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা সংশোধন না করা পর্যন্ত তা নিয়ে বিতর্কও একান্ত জরুরি মনে হয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ : স্বপ্নদ্বীপ

স্বপ্নদ্বীপের হত্যাকাণ্ডে জড়িত তোদের বারোজনের নাম মুখে উচ্চারণ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। আমি তোদের বিনা নামেই সম্বোধন করবো। কারণ বনের পশুদের কোন নাম হয় না। তোরা এতটা নৃশংস হতে পারলি? তোরা তো মনে হয় মানুষ হয়ে জন্মেছিলি তাই না? কিন্তু নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তোরা প্রমান করে দিলি যে তোরা জানোয়ারেরও অধম। বড় কোন শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া শিখলেই জানোয়ার যে মানুষ হতে পারে না সেটা তোরা আরও একবার প্রমান করে দিলি। নিজেদের মুখোশ তোরা নিজেরাই টেনে খুলে ফেলে তোদের স্বরূপটা প্রকাশ করে ফেললি।

স্বপ্নদ্বীপকে তোরা শেষ করে দিলি? এত ঠান্ডা মাথায় করলি কি করে কাজটা? তোদের কোন পাকা ধানে ও মৈ দিয়েছিল সে? একটা নিরিহ শান্ত ছেলে যাকে তোরা চিনিস না, জানিস না, পারিবারিক কোন শত্রুতা বা ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁকে বিনা দোষে যন্ত্রনার যাতাকলে চেপে মেরে ফেললি ? সাধারণ ঘরের নিরিহ এক পড়ুয়া ছেলে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ভবিষ্যতে একদিন শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরার আশায়। তোরা তাঁকে নির্বিচারে হত্যা করলি? কী এমন দোষ করেছিল যে তাঁকে মেরে ফেলতে হল একেবারে? ওরে, মাংসাশী প্রাণীও সম গোত্রীয় পশুদের মাংস ভক্ষন করে না। তোরা কোন শ্রেণীর জানোয়ার বলতে পারিস? ওকে হত্যা করে আখেরে তোদের কি লাভ হল? মনে রাখবি তোদের শিকার হয়ে স্বপ্নদ্বীপ কিন্তু অমর হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। ওর জীবনের এটাই ভবিতব্য ছিল। নিজের অকাল মৃত্যুর বিনিময়ে স্বপ্নদ্বীপ প্রমাণ করে দিল যে সে মরিয়াও মরে নাই। তোদের যুগ যুগ ব্যাপী দাদাগিরি চিরতরে বন্ধ করার জন্যই তাঁর এই পৃথিবীর বুকে জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে বিধাতা নির্দেশিত একটা দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা থাকে। জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর বিনিময়ে তা পালন করতে হয়। স্বপ্নদ্বীপ সেটা পালন করেছে । ও হয়তো অমর হওয়ার জন্যেই জন্মেছিল। আর তোরা হয়ে গেলি দাগি আসামী এবং খুনি নামে সর্বজন স্বীকৃত। তোদের বহুদিনের দাদাগিরি স্বপ্নদ্বীপ এক নিমেষ কাঁচের গেলাসের মতো ভেঙ্গে চুর-চুর করে দিয়ে চলে গেল। ও তাহলে কতবড় দাদা একবার ভেবে দেখ।

ওকে নগ্ন করে নতুন কি আবিস্কার করতে চাইছিলি? নগ্ন অবস্থায় তোরা নিজেদের দেখিসনি কখনো? তোরা ওকে বাধ্যতামূলক নগ্ন করেছিলি পরিবর্তে স্বপ্নদ্বীপ যে নীরবে তোদের বারোজনকে একসাথে নগ্ন করে দিয়ে তোদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে চলে গেল সেকথা একবারও তোরা ভেবে দেখেছিস? ওর প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে পারবি? সেই ক্ষমতা যখন নেই তাহলে কোন অধিকারে ওর বাবা-মা'র কোলটা শূন্য করে দিলি? ও এক সাধারণ ঘরের ছেলে ছিল, আর্থিক সঙ্গতি ছিল না বলে তাঁকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলি তোরা? কেন সে তোদের মাদক দ্রব্য কেনার টাকা জোগাতে দিতে পারবে না বলে?

একটা সময় ছিল যখন তোদের বয়সী ছেলেরা দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আত্মবলীদান করতেন। আর ইদানীং কালে তোদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত ছেলেরা নির্দ্বিধায় অন্যের প্রাণ হননে ব্যস্ত। আসলে গোড়ায় গলদ । তোরা প্রকৃত মানুষ হতে পারিসনি। দ্বিপদ জন্তু হয়েই পড়ে রইলি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন অনেকে অথচ সেখানকার ছাত্র হয়ে তোদের মতো খুনিও তৈরী হয় এমন বিরলতম দৃষ্টান্ত বোধকরি বিশ্ব সংসারে একমাত্র তোরাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ হয় ছাত্রদের দ্বারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জ্জিত সুনামটা তোরা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিস। তোরা সয়তান, তোরা খুনি, তোরা দেশদ্রোহী। মনে রাখবি বদনাম সহজে মেটে না। এরজন্যে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী একমাত্র তোরা। তোদের কঠোরতম শাস্তি হোক। আগামী দিনে কেউ কখনো এমন কাজ দ্বিতীয়বার করতে গেলে তাঁদের হৃদপিন্ডটা যেন ভয়ে শিউড়ে ওঠে।

এই বাংলায় কত শত মনীষীদের জন্ম। তাঁরা আমাদের কল্যান কামনায় নিরন্তর মানুষ হওয়ার মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন অথচ প্রতিদানে কিছুই পেলেন না তাঁরা। শুধুই ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাঁদের। তাঁরা অলক্ষে অশ্রু বিসর্জন করছেন হয়তো। তাঁদের সকল চেষ্টা সকল অহংকার স্বপ্নদ্বীপের দেহস্থিত শোনিতের ধারায় মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নদ্বীপের দেহাবসানে আজ তাঁরা স্তব্ধ, তাঁরা নির্বাক। কবি জীবনানন্দ দাশ হয়তো অশ্রু বিসর্জন পূর্বক তাঁর স্বরচিত কবিতার তর্জমা করে আক্ষেপের সুরে বলছেন;

'পৃথিবীর মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি বাংলার রূপ খুঁজিতে যাই না আর'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জন্ডিসে আক্রান্ত আড়াইশো জানতেই নড়েচড়ে বসল স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামে প্রায় আড়াইশো জন জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার খবর সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসল স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসন। তড়িঘড়ি গ্রামে পাঠানো হল মেডিক্যাল টিম। শুরু হল সচেতনতা প্রচার অভিযানও। রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু মহামারির মাঝেই বাঁকুড়ার সাতমৌলী গ্রামে গেড়ে বসেছে জন্ডিস। গ্রামে গত আড়াই মাস ধরে জন্ডিস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আড়াইশো ছুঁয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য দপ্তর শুধুমাত্র এলাকার ব্যবহার্য একাধিক নলকূপের জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দায়

সারে বলে অভিযোগ। এই খবর সংবাদমাধ্যমে জানতেই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় সাতমৌলী গ্রাম পঞ্চায়েত। বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের যৌথ উদ্যোগে গতকালই গ্রামে যায় মেডিক্যাল টিম। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য বিধি হাতেকলমে বোঝানোর পাশাপাশি উপসর্গ থাকা ব্যক্তিদের রক্তপরীক্ষা করা হয়।

প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই গ্রামের সমস্ত নলকূপকে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। তারপরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামবাসীদের জল ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয়দের দাবি, শুধুমাত্র সচেতনতা প্রচার অভিযান বা মেডিক্যাল টিম পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এলাকায় যথাযথ নিকাশি ও সাফাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, প্র য়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই গ্রামে জন্ডিস নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

মেডিক্যাল ডিজপোজাল ইউনিট যাওয়ার প্রতিবাদে বর্জ্য বোঝাই গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের অদূরেই বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ডিজপোজালের কারখানা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাড়িতে করে অন্যান্য বর্জ্যের পাশাপাশি মেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ে আসা হয় সেই কারখানায়। অবহেলাভরে নিয়ে আসা সেই বর্জ্য চলন্ত গাড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের রাস্তায়। রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকে গোটা গ্রাম। এরই প্রতিবাদে রবিবার গ্রামের রাস্তায় বর্জ্য বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামের মানুষ। ঘটনাটি বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের পাবয়া গ্রামের।

বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের পাবয়া গ্রামের অদূরেই রয়েছে বর্জ্য ডিজপোজালের বেসরকারি কারখানা। ওই কারখানায় শুধু বাঁকুড়া জেলার নয় পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মূলত মেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ে এসে ডিসপোজ করা হয়। গ্রাম থেকে এই কারখানার দূরত্ব মেরেকেটে তিনশো মিটার। স্বাভাবিক ভাবে কারখানার ভেতরে থাকা বর্জ্যের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসা গন্ধে পাবয়া গ্রামবাসীদের গ্রামে টেকাই দায় বলে দাবি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্য সমস্যা।

তাঁদের দাবি, বিভিন্ন জেলা থেকে লরিতে করে গ্রামের ভেতরের রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত অবহেলা ভরে মেডিক্যাল বর্জ্য বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয় কারখানায়। সেই লরি থেকে প্রায়শই

মেডিক্যাল বর্জ্য যেমন- ইঞ্জেকশনের সুঁচ, রক্ত ও ওষুধ মাখা ব্যান্ডেজ, বিভিন্ন ওষুধের শিশি, বোতল ও স্ট্রিপ এমনকি অস্ত্রোপচারে কেটে ফেলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অংশও। সেই বর্জ্য থেকে গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে দূষণ। পাশাপাশি শিশুরা অসবধানতায় খেলাচ্ছলে রাস্তায় পড়ে থাকা সেই সব বর্জ্য তুলে ফেলছে হাতে। ফলে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে তাদের শরীরেও। এই আশঙ্কায় কাঁটা গোটা গ্রাম। স্থানীয়দের দাবি, এসবের প্রতিবাদ জানাতে গেলেই কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে মিলছে হুমকি। কারখানা কর্তৃপক্ষের এই জবরদস্তির প্রতিবাদে এদিন গ্রামের প্রান্তে মেডিক্যাল বর্জ্য বোঝাই একাধিক লরি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও সমস্যা মেটেনি। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ কারখানা কর্তৃপক্ষ।

যাতায়াতের অযোগ্য রাস্তা, হুঁশ নেই প্রশাসনের, ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘ কয়েক মাস রাস্তা সংস্কার হয়নি। খানাখন্দে ভরে গিয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা রাস্তার। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে উদাসীন প্রশাসন। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছে গ্রামবাসী। বেহাল রাস্তার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগ ব্লকের ডোঙ্গলমোড় থেকে সালেপুর দুই অঞ্চলের দ্বারকেশ্বর নদীর উপর নির্মিত ব্রিজের আগে পর্যন্ত। আরামবাগের বহু মানুষ রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে সরব হন। তাদের দাবি, শাসক দলের নেতারা বলছেন রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকার নাকি টাকা পাশ করে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা তাহলে সংস্কার হচ্ছে না কেন? রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, বড় কিছু না ঘটা পর্যন্ত প্রশাসনের টনক নড়ে না। আর যখন টনক নড়ে তখন বহু

মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। এটাই পার্থক্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে একজন গাড়ি চালক বলেন, প্রত্যেকদিন গাড়ি চালাতে গিয়ে হাজার টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে। গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে যাচ্ছে। বাসের ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। অপরদিকে আরামবাগের ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা নিয়ে আমরা সমস্যায় আছি। বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। একজন টোটো চালক বলেন, যে কোনও মূল্যে রাস্তা সংস্কার চাই। কিছুতেই রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না। যাত্রী নিয়ে যেতে ভয় করে। যদিও আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেন, দ্রুত রাস্তা সংস্কার হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে এখন দেখা এলাকার মানুষের স্বার্থে কবে ওই রাস্তাটির সংস্কার হয়।

৮ জনের একটি দল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৮ জনের একটি দলকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতরা হল দুর্গাপুরের বাসিন্দা জাহির খান, জাবির খান, সাবির খান, বিশাল কুমার, সঞ্জয় সাউ, হাওড়ার বাসিন্দা সুরজ ঘোষ, মানু শর্মা, ও রাজু রাম। এদিন ধৃতদের মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহকুমা আদালতের বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে সূত্র মারফত ৮ জনের একটি দল ডাকাতি উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ কাঁকসার বাঁশকোপা সংলগ্ন এল অ্যান্ড টি মোড়ের কাছে হানা দিয়ে ওই দলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৮ জনকে আটক করে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। আটক করা হয়েছে দু'টি পিকআপ ভ্যান। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁরা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার কথা স্বীকার করে।

নজরুল ইসলামের মূর্তি স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সালটা ছিল ১৯২৬। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি তোলপাড় জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ আপামর তুঙ্গে। বাগনানের কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার আন্দোলনে জোয়ার আনতে এক সম্মেলনে নজরুল ইসলামের কাছে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই

ভারতবাসী যার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এই বাংলায় এবং হাওড়া বাগনানেও। বাগনানের বাসিন্দা দ্বারিকানা মিত্র বিচারপতি হলেও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর মনেও স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। এই সময়ে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবিতাটি লিখে তখন খ্যাতির সময় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ কবি নজরুল স্বাভাবিক ভাবেই না করেননি। বাগনান থেকে আগুন সি ৪ কিলোমিটার পথ পিছনে কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে শোভাযাত্রা করে আনা হয়েছিল। এদিন মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে শিশুদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হাড়োয়া থানার আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিলদহ গড় এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৩৬ বছরের হরেকৃষ্ণ দাসকে তারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাড়োয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে হরেকৃষ্ণর ঝুলন্ত নিথর দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। যুবক মৃত্যুর ঘটনায় উচিলদহ গ্রামের পাশাপাশি পরিবারে শোকে ছায়া নেমে এসেছে। মৃত যুবকের দাদা বাপিদাস বলেন, মৃত যুবক অর্থাৎ ৩৬ বছরের হরেকৃষ্ণ দাস দিনমজুরের কাজ করতেন তার দুই সন্তান রয়েছে। ইদানিং কাজে সমস্যা হচ্ছিল সে কারণে অভাব অনটনের কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তিনি অনুমান করেছেন। যদিও পুলিশ জানাচ্ছে ঘটনার তদন্ত চলছে তদন্ত শেষ হলেই জানা যাবে আসল কারণ।

দলগত বিভাগে এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে রুপো পেল মেহুলি

বনস্পতি দে

বৈদ্যবাটি: চিনে আয়োজিত এশিয়ান গেমসের শুরু থেকেই পদক আসতে শুরু করেছে ভারতের ঝুলিতে। এর মধ্যে প্রথম পদক এসেছে মেয়েদের দলগত শুটিং ইভেন্ট থেকে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে রুপো জিতেছেন মেহুলি ঘোষ, অশি চোকসে এবং রমিতা ক্লিঞ্চ। মেহুলি হুগলি জেলার বৈদ্যবাটির বাসিন্দা। মেয়ের এই সাফল্যে খুব খুশি বৈদ্যবাটির ঘোষ পরিবারের সদস্যরা। যদিও শুটিংয়ের ব্যক্তিগত ইভেন্টে একটুর জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে মেহুলির। ব্যক্তিগত ইভেন্টে চতুর্থ হয়েছেন তিনি।

মেহুলির পদক জয়ের সাক্ষী হতে রবিবার সকাল থেকেই টিভিতে চোখ রেখেছিলেন তাঁর মা, বাবা, দিদা। এখন মেহুলির সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছেন তাঁরা। মেহুলির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই শুটিংয়ে ঝোঁক ছিল মেহুলির। ছোটবেলায় বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটাতে ভালবাসতেন। তা দেখেই মেহুলির দিদা মঞ্জু পাল তাঁকে একটি রাইফেল কিনে দেন। সেই শুরু। তার পর শুটিংকেই ধ্যানজ্ঞান করেছিলেন মেহুলি। সে জন্যই কমনওয়েলথ গেমস, ইয়ুথ অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন মেহুলি। এ বার তাঁর লক্ষ্য,

এশিয়ান গেমস

বিশ্বের সবথেকে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিক।

মেয়ের সাফল্যের বিষয়ে মেহুলির বাবা নিমাই ঘোষ বলেন, 'দলগত ইভেন্টে রুপো জিতেছে। খুব ভালো লাগছে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক পায়নি। ও যে রকম খেলে শুরুতে অতটা ভালো হয়নি। কিন্তু ঠিক আছে। ম্যাচের আগে আমাদের সঙ্গে কথা হয়নি। ম্যাচের আগে ফোন করে ওকে বিরক্ত করি না। যাতে ওর মনসংযোগ ঠিক থাকে।' মেহুলির মা মিতালি ঘোষ বলেন, 'একটু হতাশ হলেও মেয়ের সাফল্য খুশি। সব সময় তো আর পদক আসে না। ব্যক্তিগত ইভেন্টে না পারলেও দল ইভেন্টে রুপো জিতেছে। ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ষষ্ঠ স্থান থেকে যে ভাবে চতুর্থ স্থানে লড়াই করে পৌঁছেছে, তার জন্য আমি গর্বিত।' মেহুলির দিদা মঞ্জু পাল বলেন, 'ছোট থেকেই ওর শুটিংয়ে আগ্রহ ছিল। মেলায় গেলেই রাইফেল নিয়ে বন্দুক ফাটাত। খুব ট্যালেন্টেডও। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ও আমাদের গর্ব।'

Dhatrigram Gram Panchayat
Dhatrigram, Kalna, Purba Bardhaman
Notice of Inviting e-Tender
NIT No.: 10/DGP/875/2023-24 Date: 21.09.2023
e-Tender is invited from the experienced and resourceful Bidder having 60% credentials of similar type of work for execution of the work(s) mentioned below:

Sl.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money
1.	Construction of Cover Drain and Soak Pit from H/o. Khepa Sk to H/o. Muji Sk at Gram Kalna	293377.00	5868.00
2.	Construction of Cover Drain and Soak Pit from H/o. Dilip Das to H/o. Shanku Ghosh at Dhatrigram	202971.00	4059.00
3.	Construction of Cover Drain and Soak Pit from H/o. Arup Roy to H/o. Rabi Hembroom at Belkuli	259692.00	5194.00

Bid Submission Start Date (Online): **22.09.2023 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing (Online): **30.09.2023 up to 12:45 PM.** Technical Bid Opening Date (Online): **03.10.2023 at 01:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.in**
Sd/-Pradhan
Dhatrigram Gram Panchayat

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সুক্রাফ্ট পেপারস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট ৪বি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ **ফেব্রুয়ারি** ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ফ্ল্যাট ৪বি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুক্রাফ্ট পেপারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **করসানভাই প্যাটেল সোমজিভাই**
ডিরেক্টর
ডিন-০১২৬৮৩৯৬
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১২, শুভ আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট শিখরেওয়াদি, নাশিক রোড, নাশিক মহারাষ্ট্র - ৪২২১০৩
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত নোটিশ
জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN : U17120WB2009PTC137865)
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয়
জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রির জন্য ই-নিলামে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :

নিলামের তারিখ এবং সময়	২৬ অক্টোবর ২০২৩ (বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ :	২০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টের আগে
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ইওআই এবং অন্যান্য নথি দাখিলের তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত

	সম্পদ এবং স্থান	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা দাখিল (টা.)
১.	স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রয় (ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)	এ	৩০,২০,৫৪৩	৩,০২,০৫৫

বিক্রয় এবং ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ইমেল পাঠান : jpmexports.cirp@gmail.com তে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন : লিকুইডেশন মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২১.১০.২০২৩ তারিখ, ই-নিলাম ২৬.১০.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে মহামান্য এনসিএলটি থেকে পরবর্তী সম্প্রসারণের মেয়াদ জ্ঞাত হওয়া সাপেক্ষে। লিকুইডেটর মহামান্য এনসিএলটি সমীপে পরবর্তী মেয়াদের সম্প্রসারণের জন্য আবেদন দাখিল করবে।
স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা, লিকুইডেটর
জেপিএম এক্সপোর্টস প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩ রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
স্থান : কলকাতা যোগাযোগের ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ডিলাইট কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট ৪সি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ফ্ল্যাট ৪সি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ডিলাইট কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **করসানভাই প্যাটেল সোমজিভাই**
ডিরেক্টর
ডিন-০১২৬৮৩৯৬
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১২, শুভ আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট শিখরেওয়াদি, নাশিক রোড, নাশিক মহারাষ্ট্র - ৪২২১০৩
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ডিলাইট কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট ৪সি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ফ্ল্যাট ৪সি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ডিলাইট কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **করসানভাই প্যাটেল সোমজিভাই**
ডিরেক্টর
ডিন-০১২৬৮৩৯৬
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১২, শুভ আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট শিখরেওয়াদি, নাশিক রোড, নাশিক মহারাষ্ট্র - ৪২২১০৩
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
অপূর্ব ব্যাপার প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল, রুম নং ৩৬৭/৪৬ স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৯ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২য় তল, রুম নং ৩৬৭/৪৬ স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
অপূর্ব ব্যাপার প্রা. লি.
স্বা/- **জিনরাজ জৈন**
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন-০১৮৪০৩০৩
ঠিকানা : ২/২৬, দরইয়া গ্যাং, গলি নং ২ আনসারি রোড, সেন্ট্রাল দিল্লি - ১১০০০২
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
(A GOVT. ENTERPRISE)
নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট
পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১
দখল নোটিশ
যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) মুরুতিয়া bmmta@bgvbank.co.in	রিংকু পাল এবং প্রভাস পাল ১. রিংকু পাল, স্বামী প্রভাস পাল গ্রাম - শঙ্খনগর পো. বালিয়াডাঙ্গা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫২ (ঋণগ্রহীতা) ২. প্রভাস পাল, পিতা স্বর্ণজিৎ পাল গ্রাম - শঙ্খনগর, পো. বালিয়াডাঙ্গা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫২ (জামিনদাতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- বালিয়াডাঙ্গা, জেএল নং ৪৮, প্লট নং এলআর ৬৯৭/৯১০, খতিয়ান নং এলআর ১০২১/২, জমির প্রকৃতি : বাড়ি, এরিয়া : ৩ শতক, উল্লেখ্য দলিল নং ৭৩১৯ -২০১৫ সালের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : অনুতোষ পালের ভবন, দক্ষিণে : অশোক পালের ভবন,পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : সাধন পালের ভবন, থানা- মুরুটিয়া, জেলা-নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫২ অনুযায়ী প্রভাস পাল, পিতা স্বর্ণজিৎ পাল, গ্রাম- শঙ্খনগর, পো-বালিয়াডাঙ্গা, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১১৫২, জামিনদাতা।	ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ২০.০৯.২০২৩ গ) ১১,১২,০২৪.৫৩ টাকা (এগারো লাখ বারো হাজার চব্বিশ টাকা এবং তিপান্ন পয়সা) টাকা ১২.০৯.২০২৩ পর্যন্ত অনাদায়ী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ
(২) মুরুতিয়া bmmta@bgvbank.co.in	সরাব মল্লিক স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : সরাব মল্লিক, পিতা শাহিদুল মল্লিক গ্রাম - শিঙাডাঙ্গা এবং পো. পিপুলবেড়িয়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫২ (ঋণগ্রহীতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - সিঙ্গাডাঙ্গা, জেএল নং ৭৭, প্লট নং আরএস ১৮৬, এলআর ১৯৬, খতিয়ান নং আর এস ৯১৯, এলআর ৩৪০৩, জমির প্রকৃতি : ভিটা, এরিয়া : ০৫ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৭৪৩৫-২০১৩ সালের (দলিল অনুযায়ী) চৌহদ্দি : উত্তরে : ইটের রাস্তা, দক্ষিণে : মালিকের খালি জমি, পূর্বে : মালিকের খালি জমি, পশ্চিমে : সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের ভবন, থানা- মুরুটিয়া, জেলা-নদিয়া,পিন- ৭৪১১৫২ অনুযায়ী সরব মল্লিক, পিতা সাহিদুল মল্লিক, গ্রাম - সিঙ্গাডাঙ্গা, এবং পো- পিপুলবেড়িয়া, জেলা-নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫২,ঋণগ্রহীতা।	ক) ১৫.০২.২০২৩ খ) ২০.০৯.২০২৩ গ) ৭,৩৪,২৪৬.৭৫ টাকা (সাত লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো ছেচল্লিশ টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ০৮.০৯.২০২৩ পর্যন্ত অনাদায়ী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
নদিয়া রিজিওনাল অফিস

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১২.১০.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ১) এবং ৩১.১০.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ২)** বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**তে এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১২.১০.২০২৩ (ক্রম নং ১) | **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩১.১০.২০২৩ (ক্রম নং ২)**
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	মেসার্স কল্পতরু আটাচাকি শপ, স্বত্বা- তাপস কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ এবং জামিনদাতা : - **শ্রীমতি কল্যাণী ঘোষ**, স্বামী শ্রী তাপস কুমার ঘোষ এবং মানস ঘোষ, পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ। সম্পত্তি নং : ০১- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনটি গুদাম পরিমাণ ১০৫ বর্গফুট, ৮৮ বর্গফুট, এবং ১০৮ বর্গফুট, মোট ৩০১ বর্গফুট, একতলায় জি-৩ তলা ভবনে, মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ২৪৭২, ২৪৭৩, এবং ২৪৭৮/২৫৪০, খতিয়ান নং৮৭৪২ এবং ৮৭৮৯, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, দুর্গাপুর অভয়নগর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে: পান্নালাল ঘোষের দোকান, দক্ষিণে : সাধারণের চলার পথ, পূর্বে: বিভূতি পালের দোকান, পশ্চিমে : বালি দুর্গাপুর রোড সমন্বিত। **সম্পত্তি তাপস কুমার ঘোষ,পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষ-এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০৫৪-তারিখ ১৪.০২.২০০২, ১-৮৪২০ এবং ১-৮৪২১ তারিখ ১৪.১২.২০০৩ অনুযায়ী। (দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত)** সম্পত্তি নং : ০২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান নং ৩, পরিমাণ ২৪২.০০ বর্গফুট একতলায় জি-৩ ভবনের অবস্থিত মৌজা-বালি, জেএল নং ১৪, দাগ নং ২৪৬৫, আরএস নং ১৭৬৭, খতিয়ান নং ৬৫৮১, তৌজি ৩০৮, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, দুর্গাপুর-অভয়নগর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কমল মান্না,দক্ষিণে : কমল ঘোষ দিগরের ভবন, পূর্বে : রেলের জমি, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি মানস ঘোষ,পিতা প্রয়াত তারাপদ ঘোষের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৮৪০-২০০৬ সালের অনুযায়ী। (দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত)**	সম্পত্তি নং ১ ক) ৬,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ৬৯,৭০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ৬,২৮,০০০.০০ টাকা খ) ৬২,৮০০.০০ টাকা	১,২৬,৭৩,০৮৭.৬৬ টাকা (এক কোটি ছাব্বিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতাশি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২০ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য) পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৫.১০.২০২৩	ক) নেই খ) স্বত্ব দখলীকৃত
২.	মেসার্স কোনা এফএল (ওএফএ ফ) শপ, স্বত্বা.- **শ্রী অরবিন্দ সিং,** পিতা শ্রী প্রহ্লাদ সিং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান অবস্থিত একতলায়, পশ্চিম দিকে রাস্তামুখী এবং গুদাম দ্বিতীয় তলে ভবনের, এরিয়া আনুমানিক৫৪৩ বর্গফুট, কমবেশি (দোকান এরিয়া ১৪১ বর্গফুট এবং গুদাম ৪০২ বর্গফুট) মৌজা-খালিয়া, জেএল নং ৬, খতিয়ান নং পুরানো ৩২৮, হাল এলআর খতিয়ান নং ৫৩, দাগ নং ২৫ (পুরানো), হাল এলআর দাগ নং ৩১, থানা- লিলুয়া, (সাবেক থানা-বালি), জেলা -হাওড়া, **সম্পত্তি শ্রী অরবিন্দ সিং, পিতা শ্রী প্রহ্লাদ সিং এর নামে।** দলিল নং ১-৩৯৫-২০০৬ সালের, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিঁড়ি এবং অন্যান্য দাগ নং ২৫ (অংশ), দক্ষিণে : অন্যান্য দোকান এবং গুদাম,পূর্বে : দাগ নং ২৫ অংশ এবং পাশের খোলা জায়গা, পশ্চিমে : মেন রোড খোলা জায়গা সমন্বিত। (দখলের ধরন : প্রতীকী)	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৬,৬১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৬,১০০.০০ টাকা	৫৮,১২,২৩৫.০০ টাকা (আটান্ন লাখ বারো হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ০৩.১২.২০১৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১৫২০ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৬.১০.২০২৩	ক) নেই খ) প্রতীকী দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দুষ্কৃতীদের হাতে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মা খুন, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অসুস্থতার কারণে বড় মেয়ের বাড়িতে এসে খুন হতে হল বছর ৫৫ এর প্রৌঢ়াকে। অভিযোগ, ভোর রাতে ঘরে ঢুকে দুই দুষ্কৃতী হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মা। বছর ৫৫ ওই প্রৌঢ়া বেবি রানি সরদারের মৃত্যু হলেও, বুদ্ধির জোরে আততায়ীদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দেবযানী সরদারের মেয়ে। রবিবার ভোররাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার দত্তপুকুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যায়াম সমিতি। খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবারের সদস্যরাও খুনের কারণ নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

দত্তপুকুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পুরপ্রধান, বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্য দেবযানী সরদার পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তিনি ও তার স্বামী শিক্ষক দীপঙ্কর সরদার তাদের মেয়েকে নিয়ে ব্যায়ম সমিতি এলাকায় থাকেন। তাদের বাড়িতেই অসুস্থতার কারণে মেচেতা থেকে বেড়াতে এসেছিলেন বেবি রানি সরদার। দেবযানী জানান, ভোর রাতে দু'জন দুষ্কৃতী ছাদের সিড়ির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। তারা ভারী কিছু বস্তু দিয়ে দেবযানি সরদারের মা বেবি রানি সরদারকে মাথায় একাধিক আঘাত করে খুন করে। সেই সময় ওই বৃদ্ধার পাশেই শুয়ে ছিল প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মেয়ে। গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। তবে প্রাণ বাঁচাতে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ঘুমের ভান করে থাকায় প্রাণে বেঁচে যায় সে। অভিযোগ দুই দুষ্কৃতীর পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট, কালো জামা। মুখে মাস্ক পরে থাকার কারণে তাদের চেনা যায়নি। দুষ্কৃতীরা চলে গেলে ভয়ে ভয়ে উঠে পাশের ঘরে শুয়ে থাকা বাবা মাকে জানায় সে। তারা এসেই প্রতিবেশী ও পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে অনুমান করা হচ্ছে, রাজনৈতিক কোন প্রতিশোধ নিতেই এসে ভুলবশত বেবি রানি সরদারকে নৃশংস খুন করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের টার্গেট ছিল অন্য কেউ। যদিও গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনা এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তার করা যায়নি। কেন, কি কারণে এই খুন তা নিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়েছে রহস্য। প্রত্যক্ষদর্শী প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মেয়ের বয়ানও নিচ্ছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। গোটা ঘটনা এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাষ্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, এখনও কোনও গ্রেপ্তার নেই। তবে আমরা কিছু ক্লু পেয়েছি। শীঘ্রই রহস্যের জাল ভেঙে মূল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

ডেঙ্গু সচেতনতা বার্তা দিতে সাইকেলে করে গ্রাম ঘুরলেন গোঘাটের বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সারা রাজ্য জুড়েই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। প্রায় ৩৮ হাজার অতিক্রম করল ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। তাই ডেঙ্গু নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে দেখা গেল হুগলি জেলার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচীকে। রবিবার তিনি সাইকেলে করে ব্লকের অন্যান্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে ডেঙ্গু রোগ বিষয়ের সচেতনমূলক কর্মসূচি করেন। এই ব্লকের বালি অঞ্চলে এই কর্মসূচি হয়। বালি পঞ্চায়েত থেকে সাইকেলের র‍্যালি শুরু হয়। তারপর পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু অংশে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনমূলক বার্তা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি হলেও মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ডেঙ্গু সম্পর্কে ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরে প্রচার চালানো চলছে। বাড়ির চারপাশে জল না জমা থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর বার্তা দেওয়া হয়। এদিন বালি অঞ্চলে ডেঙ্গু সচেতনতা সম্পর্কে বিডিও সম্রাট বাগচী বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই আমরা গোঘাট এক নম্বর ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ছুটির দিন বিশেষ করে শনি ও রবিবার ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি করা হবে। অন্যদিকে বালি অঞ্চলের প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা বলেন, বিডিও সাহেবের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত অফিস থেকে সাইকেল মিছিল শুরু হয়। মূলত ডেঙ্গু বিষয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোনার বার্তা দেওয়া হয়। অপরদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সাপে কামড়ানো রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এদিনও দেখা যায় বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে সাপে কামড়ানোর জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং কয়জনকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে দেখা যায়। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা সাপে কামড়ানো বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেন। সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে না গিয়ে সরাসরি হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করার কথা বলেন। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ডেঙ্গু ও সাপে কামড়ানোর আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। আর এই আতঙ্ক কমাতে প্রশাসন ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বিষ্ণুপুরে ফ্লাই ওভারের চূড়ান্ত কাজের জেরে ট্র্যাফিক ডাইভারসনের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ওপর বিষ্ণুপুরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে উড়ালপুল নির্মাণের কাজ চলছে। এবার চূড়ান্ত স্তরের কাজের জন্য ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্র্যাফিক ডাইভারসনের সিদ্ধান্ত নিল বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। আগামিকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই ডাইভারসন কার্যকর থাকবে। নির্দিষ্ট কয়েক দিন রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে।

রানিগঞ্জ-বালাসোর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের কাছে আড়াআড়ি ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথকে ছেদ করেছে। এতদিন পর্যন্ত সেখানে লেভেল ক্রসিং থাকায় চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হতে হত ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে চলাচলকারী যানবাহনগুলিকে। সমস্যা এড়াতে কয়েকবছর আগে বিষ্ণুপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সেই ফ্লাইওভার নির্মাণের শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে।

আর এই শেষ পর্যায়ের কাজ চলাকালীন সোমবার থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে বিশেষ বিশেষ সময়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর, রেল কর্তৃপক্ষ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসন বৈঠক করে নির্দিষ্ট ওই দিনগুলিতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের বিকল্প গতিপথ নির্দিষ্ট করে।

সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ট্র্যাফিক ডাইভারশনের কথা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রেলের তরফে পৃথক একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ফ্লাইওভারের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজের জন্য সোমবার থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকদিন ট্রেন চলাচলের সময়সূচি বদল হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট দিনগুলিতে একাধিক ট্রেন বাতিলের ঘোষণাও করা হয়েছে রেলের তরফে।

স্থানীয়দের দাবি, পুজোর মুখে এভাবে ট্র্যাফিক ডাইভারসন ও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সমস্যায় পড়তে পারেন বিষ্ণুপুর শহর সহ লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। বিষ্ণুপুর শহর জুড়ে তৈরি হতে পারে তীব্র যানজট। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যানজট সহ অন্যান্য সমস্যার কথা মাথায় রেখে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন বর্ধমান পুলিশলাইন বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে আবারও একটি মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হল পুলিশলাইন বাজারের সামনে। মাত্র ৫ টাকায় পেট ভরে ভাত, ডাল, সবজি, ডিমের বন্দোবস্ত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে এটিও একটি প্রকল্প। যেটি বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে বর্ধমান শহরের মধ্যে। ইতিমধ্যেই পুরসভার উদ্যোগে ৩টি মা ক্যান্টিন খোলা হয়েছে। রবিবার পুলিশ লাইন বাজারে নতুন করে আরও একটি মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পুরসভার পুরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, এছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।

গরিব মানুষের সুবিধার্থেই এই মা ক্যান্টিন চালু হল। এই ক্যান্টিনের ফলে অনেক পথচলতি সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এইরকম মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন অনেক সাধারণ মানুষের কাছে বেশ প্রশংসনীয় হয়ে উঠছে। প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে ২টো পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকবে পুলিশলাইন বাজারে নতুন মা ক্যান্টিনে বলে জানা গিয়েছে।

শালতোড়ার পর বাঁকুড়া সদরেও বিক্ষোভ

সাংসদ ও জেলা সভাপতি হঠাও স্লোগান, ক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শালতোড়ার পর এবার বাঁকুড়া সদর শহরেও আছড়ে পড়ল বিজেপি কর্মীদের একাংশের ক্ষোভ। দলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার ও বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল দূর হঠো স্লোগান তুলে বাঁকুড়ার মাচানতলায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দলের সাংসদের প্ররোচনায় বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি দলের কর্মীদেরই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, বাঁকুড়া জেলায় ততই বিজেপির অন্দরের কোন্দলের ছবি স্পষ্ট হচ্ছে বলে দাবি। জেলার প্রায় সর্বত্রই বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার ও জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে দলের নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসছে। সপ্তাহ দুই আগে দলের বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ে দলেরই একাংশের হাতে কার্যত ঘণ্টাখানেক তালাবন্দি থাকতে হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে। হেনস্থা করা হয় বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলকে।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গতকাল সকালে শালতোড়ায় বিজেপি কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে সাংসদ ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি কর্মীরা। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায় জমায়েত করে সাংসদ ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিজেপির পতাকা হাতে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভস্থল থেকে সুভাষ সরকার ও জেলা সভাপতি দূর হঠো শ্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাংসদের প্ররোচনায় দলের জেলা সভাপতি বিজেপির সাত কর্মীর বিরুদ্ধে বাঁকুড়া

সদর থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন। অবিলম্বে সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে সারা জেলাজুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এভাবে দফায় দফায় দলের সাংসদ ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দলের কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসায় বেজায় অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব।

স্টেশন রোড যানজট ও দখলমুক্ত করতে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে যানজটে নাজেহাল পানাগড় বাজারের স্টেশন রোডের নিত্যযাত্রীরা। স্টেশন রোডের দু' ধারের ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসার পসরা রাস্তার ওপরে রেখে রাস্তা দখল করে বসে থাকেন। তার ওপর রাস্তার দু'ধারে সাইকেল, মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকার ফলে স্টেশন রোডের রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে বলে দাবি।

তাই স্টেশন রোডের রাস্তা যানজট মুক্ত ও ব্যবসায়ীদের থেকে দখলমুক্ত করতে কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির কাছে রবিবার ডেপুটেশন জমা দিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, পানাগড় বাজারের স্টেশন রোডের রাস্তা দিনের পর দিন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। রাস্তার দু'ধারে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পসরা নিয়ে বসার সঙ্গে সাইকেল, মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নিত্যদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রশাসন এই বিষয়ে কোনও রকম নজরদারি করছে না। তাই যাতে প্রশাসন দ্রুত স্টেশন রোডের রাস্তা যানজট মুক্ত করে সেই আবেদন নিয়েই তাঁরা কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, পানাগড় বাজারে স্টেশন রোডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ওই রাস্তার ওপর দিয়েই বহু মানুষের যাতায়াত। স্টেশন রোডের ওপর দিয়ে বহু মানুষকে পানাগড় স্টেশনে ট্রেন ধরতে যেতে হয়। যানজটের কারণে অধিকাংশ দিন সাধারণ মানুষ নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন না। তাই দ্রুত স্টেশন রোড থেকে যানজটমুক্ত করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা ইন্দ্র কুমার মেহেরা, কাঁকসা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা সহ অন্যান্যরা।

ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: রাজ্যজুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। সপ্তাহ জুড়ে পরিচ্ছন্ন ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পরিষ্কার কাজে হাত লাগান খোদ জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। সোনারপুরের বনহুগলি গ্রাম থেকে ডেঙ্গু নিয়ে এই সচেতনতা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এছাড়াও ভাঙড়, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মথুরাপুর, কুলপি সহ বেশ কিছু এলাকাতেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে আমরা আগেই একাধিক উদ্যোগ নিয়েছি। এবার জেলা জুড়ে সচেতনতা ও পরিষ্কার করার কাজে জোর দিলাম। গোটা সপ্তাহজুড়েই এই কাজ চলবে।'

বিশ্ব নদী দিবসে ভিন্ন চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: আজ ২৪ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় বিশ্ব নদী দিবস। কিন্তু বিশ্ব নদী দিবসের দিনেই একদম বিপরীত দুই চিত্র দেখা গেল হাওড়া বাগনানের মানকুর ঘাট এলাকায়। এদিন দিনভর বাগনানের মানকুর ঘাট এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে দুই ভিন্ন চিত্র। মানকুর ঘাটে রূপনারায়ণের পাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্লাস্টিক এবং জঞ্জাল ব্যবসা করে চোরাই কাল বাড়িটা। যাকে স্থানীয় ভাষায় প্লাস্টিক চয়েস বলে অনেকে কটাক্ষ করে। আবার দূষণ যুক্ত মানকুর ঘাট থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে এদিন অভিনব ভাবে পালন করা হল বিশ্ব নদী দিবস। রূপনারায়ণের তীরে একদল কচিকাঁচারা নদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য বার্তা দিতে তুলে নিল রং তুলি। মনের কল্পনায় নদীর ধারে বসে এঁকে ফেলল মোদীর নিজস্ব রূপ। রূপনারায়ণের পার পরিষ্কার করতে ঝাঁটা কোদাল বস্তা নিয়ে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতি পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ মানুষ

বসু সমাজসেবী পবিত্র পাঞ্জা সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষজন। সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'এটা একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস বটে, তবে নদীকে পরিষ্কার রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' বলাই বাউল মানকুর ঘাটের এই দুই ধরনের বিপরীত ধর্মী চিত্র দেখা দেখা গিয়েছে।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার পানাগড় গ্রামের পাঠানপাড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম শেখ রিয়াজুল। বয়স ২৬ বছর। রবিবার দুপুরে মৃতদেহ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে শেখ রিয়াজুল রাতের খাবার খেয়ে তাঁর নিজের ঘরে শুতে যান। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে ওই যুবকের মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

আসন্ন নবী দিবস উপলক্ষে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন নবী দিবস উপলক্ষে রবিবার কাঁকসার সমস্ত ইমাম ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে বৈঠক করেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি পার্থ ঘোষ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, কাঁকসা দানবাব সেবা কমিটির সদস্য আলম খান সহ অন্যান্যরা।

জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর সারা দেশের পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকেও মহা ধুমধাম করে নবী দিবস পালিত হবে। নবী দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরও কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে শোভাযাত্রা বের হবে। সেই শোভাযাত্রায় যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় এবং দুর্ঘটনা এড়াতে কোন পথ ধরে শোভাযাত্রা পরিক্রমা করবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কাঁকসা শেখ পাড়ার মসজিদের

ইমাম শেখ সাজ্জাদ কাদরি জানান, নবী দিবস ইসলাম ধর্মের মানুষদের উৎসব হলেও ওই দিন শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপস্থিত থাকবেন। সুষ্ঠু ভাবে প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান কী ভাবে সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এবিটিএ-র চন্দ্রকোনা রোড শাখার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নিখলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চন্দ্রকোনা রোড় শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভার শুরুতে চন্দ্রকোনা রোড় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সমবেত সংগীত পরিবেশন করে। সমিতির প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক শ্যামল ঘোষ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন শাখার সম্পাদক উত্তম মান্না। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর চন্দ্র মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন দশ জন প্রতিনিধি। সভায় সুবীর সিনহা, সুরেশ পড়িয়া, বিষ্ণুপদ দে, সোনালী সিংহ, বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, টুলটুল চৌধুরী, শ্রাবণী মিশ্র, অঙ্কন ভৌমিক, ফাল্গুনী ভূঁইয়া সহ অন্যান্য শিক্ষক নেতৃত্ব সহ চন্দ্রকোনা রোড আঞ্চলিক শাখার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৭১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। বকেয়া ডিএ সহ নানা দাবিতে সরব হন প্রতিনিধিরা। জবাবী বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক উত্তম মান্না।

দেশের ১১টি কেন্দ্রের মধ্যে বাংলার একমাত্র আসানসোল

শিল্পীদের হাজির থাকার সুযোগ মন কি বাত অনুষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী টেলি কনফারেন্সে কথা বললেন কারিগরি শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন মোদী। মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা নিয়ে সারা দেশে ১১টি কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয় বিশ্বকর্মাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ১১টি কেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় একমাত্র কেন্দ্র ছিল আসানসোল। আসানসোলে রেলের অডিটোরিয়াম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে (ডুরান্ড হল) বিজেপির নেতা ও সমর্থকদের সঙ্গে জেলার শিল্পীরা উপস্থিত হন।

তাঁদের সংবর্ধনা জানান আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার ও বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যায় শিল্পীরা সরাসরি কথা বলতে পারেননি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তবে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা বিস্তারিতভাবে কারিগরি শিল্পীদের ব্যাখ্যা করেন। শিল্পীরাও নিজের নিজের হাতের কাজ এদিন নিয়ে আসেন ও উপহার তুলে দেন বিধায়কের হাতে। এদিন জেলার শিল্পীদের নাম পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায়।

বিধায়ক তাঁদের জানান, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকা হস্তশিল্পীদের সুবিধার জন্য কম ও সহজ কিস্তিতে চালু করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা। সমস্ত দেশবাসী, যাঁরা চিরাচরিত নানা শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পটিতে খ ুব সামান্য পরিমাণ সুদে তিন লাখ টাকা ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন এই শিল্পীরা। দেশের বিভিন্ন শিল্পী এবং হস্তশিল্পীদের সাহায্য করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এতে এই শিল্পীরা দু'টি পর্যায়ে মাত্র ৫ শতাংশ সুদের হারে ঋণ পেতে পারেন। প্রথমে ১ লাখ এবং পরে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। প্রথম দফার ঋণের সময় ১৮ মাস এবং দ্বিতীয় দফার ঋণ পরিশোধ করার সময় থাকবে ৩০ মাস।

এই শিল্পীদের দেওয়া হবে 'স্কিল ডেভলপমেন্ট' ট্রেনিং। সেই সময়ে প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে ভাতা, জিনিসপত্র কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হবে পরিচয়পত্রও। চলতি বছরের বাজেটেই এই প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁদের আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য বাজেটে ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করাও হয়েছে। এদিন কারিগরি শিল্পীরা জানান, এই যোজনার ঘোষণায় তাঁরা আপ্লুত।

মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থার চেষ্টা করেছেন ব্রিজভূষণ, অভিযোগ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: সুযোগ পেলেই মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থার চেষ্টা করেছেন রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং। রবিবার নয়াদিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে গুরুতর অভিযোগ করল দিল্লি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। দেশের একাধিক শীর্ষস্থানীয় মহিলা কুস্তিগীর তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন। প্রাথমিকভাবে দিল্লি পুলিশ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করেছিলেন কুস্তিগীররা। দিল্লির যন্তর মন্তরে ব্রিজভূষণের গ্রেপ্তারির দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে ধরনাও দেন তাঁরা। পরে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছিল দিল্লি পুলিশ।

গত ১৫ জুন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছে পুলিশ। তবে, ব্রিজভূষণকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। ব্রিজভূষণের আশপাশের বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। জাল গোটাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। এদিন আদালতে তারা দাবি করেছে, নিজের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব্রিজভূষণ। কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। এদিন আদালতে, তাজিকিস্তানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ের দুটি ঘটনার উদাহরণ দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তাজিকিস্তানে প্রতিযোগিতা চলাকালীন, ব্রিজভূষণ এক মহিলা কুস্তিগীরকে তাঁর ঘরে ডেকে এনে জোর করে আলিঙ্গন করেছিলেন। ওই মহিলা কুস্তিগীর তার প্রতিবাদ করলে, ব্রিজভূষণ বলেছিলেন তিনি ‘বাবার মতো’ করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাজিকিস্তানেই অপর এক মহিলা কুস্তিগীরের শার্ট তুলে ধরে তাঁর পেটে আপত্তিকরভাবে হাত দিয়েছিলেন ব্রিজভূষণ, এমনও অভিযোগ রয়েছে। দিল্লি পুলিশের যুক্তি, নিজেকে বাবার মতো বলে দাবি করা থেকেই স্পষ্ট, তিনি তাঁর অপরাধ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগীররা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর, কিংবদন্তী মহিলা বক্সার এমসি মেরি কমের নেতৃত্বে এই তদারকি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। তদারকি কমিটি ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত করে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তার একটি অনুলিপি দিল্লি পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। এদিন আদালতে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, তদারকি কমিটিও ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি থেকে অব্যাহতি দেয়নি। আগামী ৭ অক্টোবর ফের রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। শেষ পর্যন্ত এই মামলার জেরে ব্রিজভূষণকে আদৌ গ্রেফতার করা হয় কিনা, এখন সেটাই দেখার।

এশিয়ান গেমসে অরুণাচলের ৩ খেলোয়াড়কে ভিসা দেয়নি চিন

সফর বাতিল ক্ষুব্ধ ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসে অরুণাচল প্রদেশের তিন খেলোয়াড়কে ভিসা না দেওয়া নিয়ে এইভাবেই তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর । বাতিল করলেন চিন সফর। ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, ‘ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে চিন। অলিম্পিক সনদ মেনে চলে না তারা। এশিয়ান গেমসে অরুণাচল প্রদেশের তিন খেলোয়াড়কে ভিসা না দেওয়া নিয়ে এইভাবেই তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ।’ ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ নিয়ে পালটা দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

জানা গিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা তিন উশু খেলোয়াড়ের ভিসার আবেদনে সিলমোহর দেয়নি চিন প্রশাসন। ফলে এশিয়ান গেমসের আয়োজকদের তরফে ছাড়পত্র পেলেও, চিনে প্রবেশাধিকার মেলেনি তাঁদের। বাধ্য হয়ে তিন খেলোয়াড়কে ছাড়াই চিনে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। এশিয়ান গেমসে নামার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না তিন খেলোয়াড় ।এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বিবৃতি জারি করে বলেন, ‘ভারতীয় নাগরিকদের বাসস্থান বিচার করে বৈষম্যমূলক আচরণ একেবারে মেনে নেওয়া হবে না। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অখণ্ড অংশ ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। বেছে বেছে কয়েকজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদকে আটকে দেওয়া হয়েছে।’ এই বিবৃতিতেই বলা হয়, চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই সেদেশে সফর বাতিল করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভিসা বাতিলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রবিবার প্রথমবার মুখ খুলেছেন তিনি। কোয়েম্বাটোরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি চিনে যাইনি। কারণ দেশের ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকতে চাই আমি। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে চিন। অলিম্পিক সনদ মেনে চলে না তারা। এই আচরণ একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।’ অরুণাচলের তিন খেলোয়াড়কে ভিসা না দেওয়ায় পালটা ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভারত। যদিও এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ভারতের তরফে।

মুরি এক্সপ্রেসে ডাকাতি, লুঠপাট, যাত্রীদের মারধর, ‘চলল গুলিও’!

লাতেহার, ২৪ সেপ্টেম্বর: দুঃসাহসিক ডাকাতি ট্রেনে। যাত্রীদের মারধর করে অবাধে লুটপাট চালাল ডাকাতরা। ৮-১০ রাউন্ড গুলিও চালানোর অভিযোগ উঠেছে।

জম্মু তাওয়াইগামী মুরি এক্সপ্রেসে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, ঝাড়খণ্ডের লাতেহারে। ডাকাতদের হামলায় বেশ কয়েক জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে রেলপুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে ডাকাতরা ওই কামরার যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা, গয়না, ফোন সমস্ত কিছু কেড়ে নেয় তারা। শুধু তাই-ই নয়, যাত্রীদের বেধড়ক মারধরও করে। এমনকি মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণেরও অভিযোগ উঠেছে। বারওয়াডি স্টেশন থেকে ছিপাজোহরি স্টেশন যেতে ট্রেনের যত ক্ষণ সময় লাগে, ঠিক ওই সময়ের মধ্যেই পুরো ‘অপারেশন’ সেরে ট্রেনের চেন টেনে নেমে পড়ে। যাওয়ার সময় যাত্রীদের লক্ষ্য করে ৮-১০ রাউন্ড গুলি করে তারা। এই হামলার ঘটনায় বেশ কিছু যাত্রী আহত হয়েছে।

ট্রেনটি ডালটনগঞ্জে থামলে যাত্রীরা রেলপুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। যাত্রীদের দাবি, ডাকাতরা নগদ এবং গয়না মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে। রেলসুরক্ষা বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক ভাবে রেলপুলিশ মনে করছে, ডাকাতরা লাতেহার থেকে ট্রেনে আগেই যাত্রীদের মধ্যে মিশেছিল।

ওড়িশার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলের খাবারে মরা ব্যাঙ!

ভুবনেশ্বর, ২৪ সেপ্টেম্বর: ওড়িশার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলের খাবারে মরা ব্যাঙ। ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিতে। ঘটনার প্রতিবাদে খাবারের ছবি-সহ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন আর্যাংশ নামের এক ছাত্র। যা নিমেষে ভাইরাল হয়। নেটিজেনরা তীব্র নিন্দা করেন এই ঘটনার। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্টেলের ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা সংস্থার নামে নোটিস জারি করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাদের একদিনের প্রাপ্য কেটে নেওয়া হয়। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুপাপে লঘুদণ্ডের অভিযোগ তুলেছে পড়ুয়ারা। আর্যাংশ যে ছবিটি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা গিয়েছে খাবারের প্লেটের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে একটি মরা ব্যাঙ। ক্যাপশানে লেখা হয়েছে, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর মধ্যে ৪২তম স্থানে রয়েছে কেআইটি ভুবনেশ্বর। এখানে পড়ানোর জন্য আনুমানিক সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করেন অভিভাবকরা। এর এই হল কলেজ হস্টেলের খাবারের অবস্থা। অথচ আমরা অবাক হই, কেন ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়তে চলে যায়।

পরে কলেজের কর্তৃপক্ষের নোটিসের কথাও আর্যাংশই জানান। ২৩ সেপ্টেম্বরের ওই নোটিসে বলা হয়, খাবার ছিল ‘সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর’। পড়ুয়ারা ‘অখুশি’। এর ফলে শাস্তি হিসেবে হস্টেলের ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা সংস্থার একদিনের প্রাপ্য (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্ন্যাকস এবং ডিনার) কেটে নেওয়া হয়। পাশাপাশি কলেজে কর্তৃপক্ষের পরামর্শ, ভবিষ্যতে খাদ্য প্রস্তুত করার সময় সতর্ক থাকতে হবে। রান্নাঘর, স্টোর রুম এবং খাবার যেন স্বাস্থ্যকর হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন দায়সারা মনোভাবে বিরক্ত পড়ুয়া এবং নেটিজেনরা। তাঁদের বক্তব্য, মরা ব্যাঙ থাকা ওই খাবার খেলে পড়ুয়ার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। এত বড় ঘটনার পর এই নোটিস মানা যায় না। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘প্রায় সব

আমেরিকার সাহায্যে অস্ত্র তৈরি করবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন

নিউ ইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর: রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ এতদিন ধরে চলছে যে গোটা বিশ্বের কাছে ব্যাপারটাই গা সওয়া হয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা রুশ হামলায় অর্থনৈতিক ভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত ইউক্রেন। দেশেই অস্ত্র তৈরির কারখানা তৈরি হলে বহু বেকার যুবক চাকরি পাবেন এবং দেশের আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে বলেও জানিয়েছেন জেলেনস্কি। তাঁর কথায়, ‘এই ওয়াশিংটন সফর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলাফল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।’ এর পরেই আমেরিকার সঙ্গে অস্ত্র তৈরির চুক্তির উল্লেখ করেন তিনি। জেলেনস্কি আরও বলেছেন, ‘আমরা আমেরিকার হাত ধরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চলেছি। এর ফলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই আরও জোরদার হবে এবং জীবন রক্ষা আরও সহজ হবে।’

জেলেনস্কির সঙ্গে বাইডেনের বৈঠকের পরেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাইডেন প্রশাসনের এক আধিকারিক প্রথম সারির এক আমেরিকান সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে দূরপাল্লার এটিএসিএমএস (আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম) ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেনি কোনও পক্ষই। তবে এই নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পেলে রাশিয়ার ভূখণ্ডের ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিতরে লক্ষ্যবস্তুকে খুব সহজেই আঘাত করতে পারবে ইউক্রেন। রুশ অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের সেভাস্টোপোলে রুশ নৌসেনার সদর দপ্তরে ইউক্রেন যে দু’টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল, সেই দু’টো ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনীয় বাহিনীকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স পাঠিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। ওই হামলায় হতাহতদের নিয়ে মুখ খোলেনি রাশিয়া সরকার। তবে ইউক্রেনের গোয়েন্দা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, কালকের ওই হামলায় কম করে ৯ জন রুশ সেনার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কমান্ডার পদের আধিকারিকেরাও।

পাইলটদের চাকরি ছাড়া নিয়ে সংস্থার সঙ্গে অশান্তি, হস্তক্ষেপ করবে না ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর: চাকরি ছাড়া নিয়ে পাইলটদের সঙ্গে প্রবল বিরোধ আকাশা এয়ার নামে বিমানসংস্থার। সেই বিরোধ গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। বিমানসংস্থার তরফে ডিজিসিএ-এর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছিল। ডিজিসিএ (ডিরক্টেরট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন) এ ব্যাপারে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় বিমানসংস্থার সঙ্গে পাইলটদের এই বিরোধ সংস্থার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ফলে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না তারা।

সম্প্রতি আকাশা এয়ার-এর অন্তত জনা চল্লিশেক পাইলট সংস্থার চাকরি ছেড়েছেন, তাঁরা নোটিস পিরিয়ডও মানেননি। এরপরেই আকাশ এয়ারের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকেও চ্যালেঞ্জ করা হয় আদালতে, অভিযোগ ছিল আবেদন করা হলেও ওই পাইলটদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিমান সংস্থার তরফে হুমকিও দেওয়া হয়েছে যে এই পরিস্থিতিতে সংস্থা বন্ধ করে দিতে হতে পারে।

পাইলটদের অন্তত ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত নোটিস পিরিয়ড মেনে চলতে হয়। এই বিষয়টি নিয়েই পাইলটদের কিছু সংগঠন আদালতে মামলা করেছে। পাল্টা আকাশা এয়ার- দাবি করেছে, বিমানচালকদের সঙ্গে তাঁদের আইনি চুক্তি -একইরকম ভাবে জারি থাকবে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়েছে যেহেতু এই বিষয়টিতে তারা হস্তক্ষেপ করেনি।

২২ সেপ্টেম্বর দিল্লি হাইকোর্টে ডিজিসিএ এবং বিমান পরিবহন মন্ত্রক জানায় যে আকাশা এয়ার-এর আবেদন গ্রাহ্য করা উচিত নয় কারণ তারা এই বিষয়টির মধ্যেই ঢুকতেই পারবেন না। ডিজিসিএ-এর তরফে বলা হচ্ছে, ‘আমাদের এমন ক্ষমতা নেই,আমরা কোনও চাকরি সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে ঢুকতেই পারি না।’

রয়টার্সের সূত্র অনুযায়ী এই বিষয়টির পরে আকাশা এয়ার-এর তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ডিজিসিএ-এর তরফেও কিছু বলা হয়নি।

এর আগে আকাশা এয়ারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল যে ডিজিসিএ-এই বিশয়টি নিয়ে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। যার ফলে বিমানসংস্থা কাজ চালাতে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিমানচালকদের পদত্যাগের কারণে অগাস্টে ৬৩২টি বিমান বাতিল করতে হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা।

ভারতের বাইরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির হচ্ছে নিউ জার্সিতে

নিউ জার্সি, ২৪ সেপ্টেম্বর: বর্তমান যুগে নির্মিত ভারতের বাইরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির হতে চলেছে নিউ জার্সিতে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে অবস্থিত এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হবে আগামী মাসেই। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী ভারতীয় থেকে সকল হিন্দুদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম মন্দির হিসাবে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে কাম্বোডিয়ার আংকোর ওয়াট মন্দিরটি।

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারের প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র ২৭৯ কিলোমিটার উত্তরে নিউ জার্সির রবিনসভাইল টাউনশিপে ১৮৩ একর জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মন্দিরটি। এই মন্দিরটির নাম দেওয়া হয়েছে স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির। হিন্দুদের বিশ্বাস মোতাবেক রীতি-রেওয়াজ মেনেই মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামী ৮ অক্টোবর।

নিউ জার্সি শহরে ১৮৩ একর জায়গার উপর অবস্থিত অক্ষরধাম মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৫৫ ফুট, প্রস্থে ৩৪৫ ফুট এবং উচ্চতায় ১৯১ ফুট। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মন্দিরটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১১ সালে এবং কাজ শেষ হয় চলতি বছরে। অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল, দীর্ঘ ১২ বছর সময় লেগেছে মন্দিরটির কাজ সম্পূর্ণ করতে। সাড়ে ১২ হাজারের বেশি ভলান্টিয়ার মন্দিরটির নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এই অক্ষরধাম মন্দিরটির ভিতরে প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে নকশা করা হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজার মূর্তি এবং ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যকলা ও প্রাচীন ভারতীয় নকশা মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, কেবল নিউ জার্সি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ভারতীয়-সহ গোটা বিশ্বের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে এই মন্দিরটি।স্বামীনারায়ণ সংস্থার অক্ষরবৎসলদাস স্বামী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তআমাদের আধ্যাত্মিক নেতা (প্রমুখ স্বামী মহারাজ)-এর লক্ষ্য ছিল, পশ্চিমী দুনিয়ায় এমন একটি জায়গা থাকা উচিত যেটি বিশ্বের সমস্ত মানুষের জায়গা হতে পারে। কেবল হিন্দু বা ভারতীয়দের জন্য নয়, কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়। এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য হওয়া উচিত যেখানে লোকেরা এসে হিন্দু ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কিছু মূল্যবোধ, সার্বজনীন মূল্যবোধ শিখতে পারে।দনিউ জার্সির এই অক্ষরধাম মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু মন্দিরের নকশায় নির্মিত। এই মন্দিরে একটি প্রধান মন্দির, ১২টি উপ-মন্দির, নয়টি শিখর (শিখরের মতো কাঠামো), এবং নয়টি পিরামিডের মতো শিখর রয়েছে। এছাড়াঐতিহ্যবাহী পাথরের স্থাপত্যের বৃহত্তম উপবৃত্তাকার গম্বুজ রয়েছে। এছাড়া গোলাপী পাথর, লাইমস্টোন, মার্বেল ও গ্রানাইট-সহ চার ধরনের পাথর দিয়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় হিন্দু সংস্কৃতির এটি একটি অনন্য নির্দশন হতে চলেছে বলে জানান অক্ষরবৎসলদাস স্বামী। আগামী ৮ অক্টোবর মহন্ত স্বামী মহারাজ মন্দিরটির দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। তারপরই সকলের জন্য মন্দিরটি খুলে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির হল, কাম্বোডিয়ায় ১২ শতকের আংকোর ওয়াট মন্দির। ৫০০ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত ১২ শতকের এই মন্দিরটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পেয়েছে। আর ১০০ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত অক্ষরধাম মন্দিরটি ২০০৫ সালের নভেম্বরে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

Howrah Municipal Corporation
Borough – II
43, Jelia Para lane – 711106
Ph : 033-2665-0888

QUOTATION NOTICE
Quotation No : QN/ 003 /AE/ B- II / 2023-24 Date : 25.09.2023
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: www.myhmc.in. last date submission closing : **05.10.2023 at 5:00 p.m.**
Sd/
Assistant Engineer
Borough – II, H.M.C.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
Sealed Tenders are being invited from the bidders w.r.t. **NITs vide Memo No. 210/LWM_SBD(G)/NIT/RGP/2023(SL No.1 to 5), Dated 22-09-2023**. Last date of tender dropping **03-10--2023 up to 2.00 P.M.** and opening date of tender **06-10-2023 at 10.A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below. **NIT NO :- PUKGP/Tender/2023-2024/03 Dated-20/09/2023.** Construction of Concrete road 3 Nos. Tender Amount : **Rs.166746.00,204469.00,130500.00. 2023_ZPHD_573161_1,2023_ZPHD_573161_2,2023_ZPHD_573161_3.NIT No:-PUKGP/Tender/Tied/2023-2024/03 Dated-20/09/2023.** Construction of Pucca Drain 3 Nos. Tender Amount : **Rs.324802.00,272007.00,252317.00. 2023_ZPHD_573323_1,2023_ZPHD_573323_2, 2023_ZPHD_573323_3.** Date of Publication of tender : **20/09/2023**. Last date of bid submission : **29/09/2023**. Date of Tender Opening : **03/10/023.**
Sd/- Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat,
Barasat-1 Panchayat Samity,
North 24 Parganas.

e-TENDER NOTICE
e-TENDERS are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/456/23.15th CFC (Un-tied 23-24).Dated: 20/09/2023. Tender ID:2023_ZPHD_574973_1 to 5 . Bid submission closing date: 29/09/2023. Technical Bid open: 03/10/2023 at 11 AM.Tender Notice No: CHOW-II/558/23.15th CFC (Tied 23-24). Dated: 22/09/2023. Tender ID: 2023_ZPHD_576343_1 to 5. Bid submission closing date: 30/09/2023. Technical Bid open: 04/10/2023 at 11 AM.Details on: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P Office.
Sd/-Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat,
Nahata, Bongaon Block,
North 24 Parganas.

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (**NIeT) No: NGP-07/2023-2024 Dated: 19.09.2023**. The last date for online submission of tender is **27.09.2023 up to 16:00.**
For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender 4th Call
E-Tender Notice No. 427/PW/Eng/2023 dated 22.09.2023
Memo No. 995/PW/Eng/2023 dated 22.09.2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Dhatrigram Gram Panchayat
Dhatrigram, Kalna, Purba Bardhaman
Notice of Inviting e-Tender
NIT No.: 09/DGP/874/2023-24 **Date: 21.09.2023**
e-Tender is invited from the experienced and resourceful Bidder having 60% credentials of similar type of work for execution of the work(s) mentioned below:

Sl.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money
1.	Installation of Submersible with Tank and Platrorm Sokkpit at Uttarpara	109206.00	2184.00
2.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Daskhinpara at Belkuli	109206.00	2184.00
3.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Lankatala	109206.00	2184.00
4.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Udaygang	109206.00	2184.00
5.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Bhawanipur	109206.00	2184.00
6.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Nirolgachi	109206.00	2184.00
7.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Modhapara	109206.00	2184.00
8.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Gramkalna	109206.00	2184.00
9.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Gramkalna Sasan Ghat	109206.00	2184.00
10.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Basakpara	109206.00	2184.00
11.	Installation of Submersible with Tank & Platform Sokkpit at Gramkalna Purbapara	109206.00	2184.00
12.	Sinking of 1 no Mark-II Tubewell with Platform at Malotipur	89513.00	1790.00

Bid Submission Start Date (Online): **23.09.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Closing (Online): **30.09.2023 up to 12:45 PM.** Technical Bid Opening Date (Online): **03.10.2023 at 01:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.in**
Sd/-Pradhan
Dhatrigram Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHAKMANIK PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no :
1) Chak/255/Tied/23 Dated : 21.09.2023
2) Chak/256/Tied/23 Dated : 21.09.2023
3) Chak/257/SBM/23 Dated : 21.09.2023
4) Chak/258/Untied/23 Dated : 21.09.2023
At different place within at CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT under Budge Budge II Block, South 24 Pgs, WB. Last date for the online receipt of Tender is 05.10.2023 at 9:00 am. and open on 07.10.2023 at 9:00 am. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Chakmanik Gram Panchayat
Chakmanik, Bawali, South 24 Parganas

৮ একদিন

ময়দান

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 107, KOLKATA, MONDAY,
25 SEPTEMBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে স্মৃতিরা

এশিয়ান গেমসে পদক নিশ্চিত করল ভারত

হানঝাউ: রবিবার সকালে হানঝাউ থেকে একের পর এক সুখবর আসছে ভারতে। ১৯তম এশিয়ান গেমসের সরকারি উদ্বোধন হয়েছে গতকাল (২৩ সেপ্টেম্বর)। রবিবার ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই চিন থেকে জোড়া পদক এসেছে দেশে। প্রথমে শুটিং তারপর রোয়িং। ভারতকে এ বারের এশিয়ান গেমস থেকে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন মেহুলি-রমিতারা। মহিলাদের ১০মিটার এয়ার রাইফেলে তাঁরা রূপো পেয়েছেন। এশিয়াড থেকে দ্বিতীয় পদক এসেছে রোয়িংয়ে। সেখানে পুরুষদের লাইটওয়েট মেনস ডাবল স্কালস থেকে ভারতকে রূপো এনে দিয়েছেন অর্জুন জাট লাল এবং অরবিন্দ সিং। এ বার এশিয়ান গেমসে পদক নিশ্চিত করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ফাইনালে উঠেছেন স্মৃতি মান্ধানারা।

এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের সেমিফাইনালে টস জেতে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। প্রথমে ব্যাটিং করে মাত্র ৫১ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ভারতের বোলারদের সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক রান করেছেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা (১২)। একজন বা দু'জন নয়, বাংলাদেশের পাঁচ ব্যাটার শূন্যে আউট হয়েছেন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে ১৭.৫ ওভারে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন পূজা বস্ত্রকার। তিনি ৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। এশিয়ান গেমসে ভারতের মূল স্কোয়াডে তিনি ছিলেন না। দলের সঙ্গে সফর করছেন স্ট্যান্ড বাই হিসেবে। সেই পূজাই একাদশে সুযোগ পেয়ে আজ নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখিয়ে দলকে ফাইনালে তুলে দিলেন। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন বাংলার তিতাস সাধু, আমনজ্যোৎ কৌর, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় এবং দেবিকা বৈদ্য। দীপ্তি শর্মা কোনও উইকেট পাননি।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভারতের সামনে টার্গেট ছিল ৫২ রান। মাত্র ৮.২ ওভারেই ৫২ রান তুলে নেন স্মৃতি মান্ধানা-জেমাইমা রডরিগজরা। মাত্র ৫২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে তাড়াতাড়ি ২ উইকেট হারানো অবশ্য ভারতের জন্য ভাবনার। হরমনপ্রীত কৌর নির্বাসিত থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন স্মৃতি মান্ধানা। অবশ্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি রান পাননি।

মাত্র ৭ রান করে তিনি আউট হন। স্মৃতি ছাড়া ওপেনার শেফালি ভার্মা ১৭ রান করেন। শেষ অবধি ২০ রানে অপরাজিত থেকে ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন জেমাইমা রডরিগজ। পাশাপাশি কণিকা আহুজা ১ রানে অপরাজিত থাকেন। ৭০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জেতে ভারত। ফলে এ বারের এশিয়ান গেমস ক্রিকেট থেকে পদক নিশ্চিত করল ভারত। ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌররা জিতলে সোনা আসবে ভারতে। আর হেরে গেলে ভারতের ঝুলিতে রূপো আসবে।

এশিয়ান গেমসে রোয়িংয়ে পদকের হ্যাটট্রিক ভারতের, এল জোড়া রুপো ও ব্রোঞ্জ

হানঝাউ: ১৯তম এশিয়াডের শুরুতেই ভারতের জয়জয়কার। রবিবার দিনের শুরুতেই ভারতের ঝুলি ভরতে শুরু করল পদকে। এশিয়ান গেমসের প্রথম দিন ভারতের পদক প্রাপ্তি শুরু হয়েছিল মেহুলি ঘোষ, রমিতাদের হাত ধরে। এরপর এশিয়াডে ভারতের দ্বিতীয় পদক আসে রোয়িং থেকে। এ বার রোয়িংয়ে পদকের হ্যাটট্রিক। শুরুটা হয়েছিল পুরুষদের লাইটওয়েট মেনস ডাবল স্কালসে রুপো দিয়ে। তারপর এল একটি ব্রোঞ্জ এবং আরও একট রুপো।

রবি-সকালে এশিয়ান গেমসে পুরুষদের লাইটওয়েট মেনস ডাবল স্কালসে রুপো পেয়েছেন ভারতের রোয়ার অর্জুন লাল জাট এবং অরবিন্দ সিং। অল্পের জন্য চিনের কাছে হারে ভারত। এরপর পুরুষদের রোয়িং টিম ইভেন্টে আসে আরও একটি পদক। মেনস কক্সলেস ইভেন্টে জুটিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ভারতীয় রোয়ার বাবুলাল যাদব এবং লেখ রাম। ফাইনালে ৬ মিনিট ৫০.৪১ সেকেন্ডে শেষ করে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন বাবুলাল ও লেখ। পুরুষদের টিম ইভেন্টে সোনা জিতেছেন চিনের রোয়াররা এবং রুপো পেয়েছেন উজবেকিস্তানের রোয়াররা।

এ ছাড়া রোয়িং থেকে আজ, রবিবার ভারতে তৃতীয় পদক এসেছে আর এক টিম ইভেন্টে। পুরুষদের কক্সড এইট টিম ইভেন্টের ফাইনালে রুপো পেয়েছে ভারতের রোয়িং টিম। ভারতীয় রোয়াররা পুরুষদের কক্সড এইড টিম ইভেন্টে দারুণ টিম ওয়ার্ক দেখিয়েছেন। ফাইনালে ০৫ ৪৩.০১ সময়ে শেষ করে রুপো পেয়েছেন ভারতীয় টিমের সদস্যরা। এই টিমে রয়েছেন , নীরজ, নরেশ কালওয়ানিয়া, নীতীশ কুমার, চরণজিৎ সিং, জসবিন্দর সিং, ভীম সিং, পুনিত কুমার এবং আশিষ। ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসের পর রোয়িংয়ে পুরুষদের কক্সড এইট ইভেন্টে দ্বিতীয় পদক পেল ভারত। পুরুষদের কক্সড এইট ইভেন্টে সোনার হাতছানি ছিল ভারতের সামনে। সোনা জিতেছে চিন। তাদের থেকে মাত্র ২.৮৪ সেকেন্ড বেশি সময় নিয়ে ওয়াটারলাইন ক্রস করেছে ভারতীয় টিম। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া।

উজবেকিস্তানকে ১৬ গোলে উড়িয়ে হকিতে যাত্রা শুরু হরমনপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসের শুরুতেই দাপট ভারতীয় হকি দলের। প্রথম ম্যাচেই ১৬টি গোল দিয়ে বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিলেন ললিত কুমাররা। রবিবার সকালে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় দলের দাপট ছিল। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন ভারতীয় দলের তিন তারকা। তবে বেশ কয়েকটি সুযোগও নষ্ট করেছেন মনপ্রীতরা।

এশিয়াডে ১৬তম পদকের খোঁজে অভিযান শুরু করেছে ভারতের হকি দল। এই টুর্নামেন্টে সোনা জিতলেই সরাসরি প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ মিলবে। তবে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলতে নামেননি হরমনপ্রীতরা। তা সত্ত্বেও প্রথম ম্যাচেই উজবেকিস্তানের মতো প্রতিপক্ষকে একাবারে উড়িয়ে দিয়েছেন মনবীররা। একাই চারটি গোল করেন ললিত কুমার উপাধ্যায়। হ্যাটট্রিক আসে মনদীপ সিং ও বরুণ কুমারের থেকে।

তবে ম্যাচের প্রথমেই সহজ পেনাল্টি কর্নার মিস করে ভারত। সেই ব্যর্থতা সামলে অবশ্য দারুণভাবে ফিরে আসেন ললিতরা। সাত মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন তিনি। সেখান থেকেই শুরু হয় গোলের বন্যা। প্রথম কোয়ার্টারেই দুই গোল দিয়ে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরু হতেই ফের পেনাল্টি কর্নার মিস। তবে পরপর দুই মিনিটে দুই গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন অভিষেক ও মনদীপ। হাফ টাইমেই সাত গোলে এগিয়ে যায় ভারত। পরের দুই কোয়ার্টারে ভারতের গোলের ব্যবধান আরও বাড়ে। ৫৭ মিনিট পর্যন্ত গোল করেন ভারতের হকি তারকারা। পুরো ম্যাচে ভারতের দাপটে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায়নি উজেবকিস্তানের খেলোয়াড়দের। তবে এই প্রথম নয়। আগেও উজেবেকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে দাপট দেখিয়েছিল ভারত। ২০১৯ সালের সেই ম্যাচে ১০-০ গোলে জিতেছিল মেন ইন ব্লু।

নির্বাচকদের মাথাব্যাথা বাড়ালেন শ্রেয়স!

ইন্দোর: যে ভাবে ব্যাট তুললেন, বিরাট কোহলির কথা মনে পড়ল কি? হতে পারে। প্রবল চাপের মুখে ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর চেয়েও বেশি চাপে ছিলেন নির্বাচকরা। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রয়েছেন শ্রেয়স। দীর্ঘ চোট আঘাত থেকে দলে ফিরে পারফর্ম করা সহজ নয়। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ। নেপালের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলেনি। সুপার ফোরে লোকেশ রাহুল ফিরতেই 'চোট' শ্রেয়সের। জায়গা হারানও বলা যায়। মোহালি ম্যাচে রান আউট। ইন্দোরে সব অতীত করে দিলেন শ্রেয়স আইয়ার। ৮৬ বলে অনবদ্য সেঞ্চুরি।

ইন্দোরের বৃষ্টি শ্রেয়সকে স্বস্তি দিয়েছিল নাকি অজি বোলারদের, বলা দায়। ভারতীয় ইনিংসের ৯.৫ ওভারে বৃষ্টি নামে। সে সময় ২০ বলে ৩৪ রানে ছিলেন শ্রেয়স। তিনে ব্যাট করতে নেমে সেঞ্চুরির ইনিংস। তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের ইনিংস। শ্রেয়স আইয়ারের কেরিয়ারে যখনই ভালো কিছুর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে, অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট। বিশ্বকাপের আগে তাঁর একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলার এটাই যেন শেষ সুযোগ ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দু-ম্যাচের স্কোয়াডে নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো তারকা ব্যাটাররা। ফলে বাকিদের কাছে সুযোগ নিজেদের মেলে ধরার। সবচেয়ে বেশি চাপে ছিলেন শ্রেয়সই। হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন, চার নম্বরে প্রথম পছন্দ শ্রেয়স। সেটার জন্য শ্রেয়সকেও একটা ভরসা দেওয়ার মতো ইনিংস খেলতে হত। এ দিন শতরানের পরই জীবন দান পান। শ্রেয়সের কাছে সেঞ্চুরিটাকে আরও বড় করার সুযোগ ছিল। সেটা হয়নি যদিও। কয়েক বলের ব্যবধানেই বড় শট খেলার চেষ্টায় আউট। তবে সেঞ্চুরির পর তাঁর সেলিব্রেশনই বলে দিচ্ছিল, এই ইনিংস কতটা জরুরি ছিল। তাঁর জন্য এবং অবশ্যই টিমের জন্য।

পদকজয়ী মেহুলির সাফল্যে খুবই গর্বিত তাঁর বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯তম এশিয়ান গেমসে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিলেন মেহুলি ঘোষ, রমিতা এবং আশি চৌকসি। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুপো পেল ভারতের মহিলা শুটিং দল। শুটিংয়ের হাত ধরে এল প্রথম পদক। কয়েকটা টিম ইভেন্ট আগে শুরু হয়ে গেলেও শনিবারই চলতি এশিয়ান গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল। সেক্ষেত্রে রবিবার অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর এশিয়াডের প্রথম দিন। দিনের শুরুতেই ভালো খবর। স্বভাবতই মেয়ের এমন সাফল্যে গর্বিত বাবা নিমাই ঘোষ ও মা মিতালি ঘোষ।

মেহুলি রূপো জেতার পরেই তাঁর মা বলেছেন, তআমি তো সেই ভোরবেলা থেকে মেহুলির ম্যাচ দেখার জন্য বসেছিলাম। জানতাম ও ভালো পারফরম্যান্স করবে। সেই আশা পূর্ণ করল।দ মেহুলি এখন আর বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন না। বরং জাতীয় গেমসে তিনি হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছিলেন। প্রায় দুই বছর মেয়ে শ্রীরামপুরের বাড়িতে ফেরেননি। তাই মেয়ের অপেক্ষায় বসে আছে তাঁর মা।

মিতালি ঘোষ যোগ করলেন, তকয়েক মাস আগে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম। অনেক দিন হয়ে গেল ঘরে পা রাখেনি। এবার ঘরে এলে ওকে বেশ কিছু প্রিয় পদ রান্না করে খাওয়াব।দ

মহিলাদের দলগত ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুপো জিতলেন ভারতীয়েরা। দলে বাংলার মেহুলি ছাড়াও ছিলেন রমিতা জিন্দল এবং আশি চৌকশে। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছে চিন। তাদের পয়েন্ট ১৮৯৬.৬। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা ভারতীয় দলের পয়েন্ট ১৮৮৬। ব্রোঞ্জ পেয়েছে মঙ্গোলিয়া। তাদের পয়েন্ট ১৮৮০।

এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের জন্য মেহুল-সহ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানালেন তাঁর বাবা নিমাই ঘোষ। তিনি বলেছেন, তমেয়ে বলে ওর গলা ফাটাচ্ছি না। মেহুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। পিছিয়ে থেকেও ফিরে এসে পদক জয় কিন্তু মুখের কথা নয়।দ দলগত ইভেন্টের পর ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছেন রমিতা। তবে এই ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে মেহুলির। তিনি শেষ করেছেন চতুর্থ স্থানে। তবুও তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গ মহিলা শুটারকে তিনি টুইটারে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

'খলনায়ক' রোমেরোর ভুল সামলে 'নায়ক' সন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের ৭৯ মিনিটে সন হিউং মিন অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনীটা ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে পরিয়ে দিয়ে যখন মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন ফিসফিস করে কিছু একটা বলছিলেন রোমেরো। সনের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল, সেটার অনুমিত বাংলা অনুবাদ হতে পারে এ রকম, 'আহ্ ! আজ আমাকে বাঁচিয়ে দিলি ভাই।'

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা ও ফিনালিসিমা জয়ে রক্ষণভাগ ভালোভাবেই সামলেছেন রোমেরো। টটেনহাম হটস্পারের হয়েও সামলাচ্ছেন। তবে সব খেলোয়াড়েরই ক্যারিয়ারে চরম বাজে দিন আসে। রোমেরোর কাছে আজকের দিনটা নিশ্চয় সেরকমই।

তাঁর দু,দুটি ভুলেই আর্সেনালের বিপক্ষে দু দফা পিছিয়ে পড়েছিল টটেনহাম। দলটি এরপরও যে এমিরেটস স্টেডিয়াম থেকে উত্তর লন্ডন ডার্বির মতো উত্তাপ ছাড়ানো ম্যাচটা ২,২ গোলে ড্র করে ফিরতে পারছে, সেটা তো সনেরই কারণে।

দিনের অন্য ম্যাচে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ৩,১ ব্যবধানে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে লিভারপুল। তবে গোল করতে ভুলে যাওয়া চেলসি ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১,০ ব্যবধানে হেরে বসেছে।

লিগ বদলেছে, দল বদলেছে, বদলাননি শুধু হ্যারি কেইন

টটেনহাম: মরিয়া হয়ে চেয়েছিল তাঁকে ধরে রাখতে। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখ তাঁকে দলে টানার ব্যাপারে ছিল অনড় অবস্থানে। হ্যারি কেইন নিজেও চেয়েছেন টটেনহাম ছেড়ে বায়ার্নে যেতে। শেষ পর্যন্ত বায়ার্ন ও কেইনেরই জয় হয়েছিল সেই লড়াইয়ে। রেকর্ড বেতন দিয়ে তাঁকে আনার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, মৌসুমের শুরুতেই তা প্রমাণ করলেন কেইন। বায়ার্নের হয়ে রীতিমতো উড়ন্ত শুরু পেয়েছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।

সর্বশেষ গতকাল রাতে বুচোমের বিপক্ষে বায়ার্নের ৭-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন কেইন, করেছেন ২টি অ্যাসিস্টও। লিগ ও ক্লাব বদলালেও তিনি যে বদলে যাননি, সেই প্রমাণই যেন দিয়ে যাচ্ছেন এই স্ট্রাইকার। বায়ার্নের হয়ে বুন্দেসলিগায় মাত্র ৫ ম্যাচ খেলেই একাধিক রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন কেইন। বায়ার্নের হয়ে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বুন্দেসলিগায় প্রথম ৫ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন কেইন। এর আগে ৫ ম্যাচে ৫ গোল করেছিলেন গার্ড মুলার, মিরোস্লাভ ক্লোজা এবং মারিও মানজুকিচ। পাশাপাশি বুন্দেসলিগার ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম ৫ ম্যাচে ১০ গোলে (৭ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট) যুক্ত থাকার রেকর্ডও গড়েছেন কেইন। মৌসুমের শুরুতেই যেখানে এত দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবেন, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। নিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স নিয়ে কেইন বলেছেন, 'আমি আনন্দিত যে গোল করে দলের জয়ে সাহায্য করতে পারছি। আমি এখানে খুব ভালো আছি। আর প্রতিনিয়ত দলকে আরও ভালোভাবে জানছি, যার দৃষ্টান্ত আজকের খেলায় পাওয়া যাবে। আমি আশা করছি, আরও কিছু গোল নামের পাশে যুক্ত করতে পারব।'

বুচোমের বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে এই ইংলিশ স্ট্রাইকার বলেছেন, 'আমরা আজ খুব ভালো খেলেছি এবং আমরা মানসিকভাবেও খুব শক্তিশালী ছিলাম। আমরা খেলাটাকে সহজ করে তুলেছি এবং বল পায়ে খুবই গতিময় ছিলাম। ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিনও হতে পারত। কিন্তু আজ দলের প্রত্যেকেই নিজেদের সেরা ছন্দে ছিল। এই অনুভূতি খুবই চমৎকার।' কেইন-নৈপুণ্যে দুর্দান্ত জয়ে ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ ড্র নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে বায়ার্ন। এ জয়ের পর বায়ার্ন কোচ থমাস টুখেল বলেছেন, 'আমি খুবই ভালো বোধ করছি। দলের খেলার ধরন খুবই ভালো ছিল। আমি গা ছেড়ে দিইনি এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা জানি, বুচোমের বিপক্ষে খেলা কতটা অস্বস্তিকর। তবে আমরা ধারাবাহিক ছিলাম, মনোযোগী ছিলাম এবং আমাদের পারফরম্যান্সও বেশ উঁচু মানের ছিল।'

বাবররা ভারতের ভিসা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ পিসিবির নালিশ আইসিসিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসার জন্য অন্য সব দল ভিসা পেয়ে গিয়েছে। বাদ শুধু পাকিস্তান। যা নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ পাক ক্রিকেট বোর্ড। সোজা আইসিসিকে নালিশ জানিয়ে এল পিসিবি। তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণে ভারত পাক দলকে ভিসা দিচ্ছে না। যার ফলে বাবর আজমদের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, ভারতের ভিসার জন্য অপেক্ষারত পাকিস্তান। এখনও পর্যন্ত তারা ভারতের ভিসা পায়নি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে আসার আগে টিম বন্ডিং বাড়ানোর জন্য দুবাইয়ে গোটা পাক দলের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাক ক্রিকেট ম্যানেজমেন্টের সেই উদ্যোগ ধাক্কা খেয়েছে। ভারতে আসার ভিসার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা না কাটায় তাঁরা দুবাই যেতে পারেননি।

পাক বোর্ডের কর্তার দাবি, শ্রীলঙ্কা থেকে এশিয়া কাপ খেলে দেশে ফেরার পরেই ভিসার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। পাসপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা এখনও জমা পড়েনি। কিন্তু দুই দেশের রাজনৈতিক জটিলতার জন্য এখনও ভিসা দেওয়া হয়নি। বিশ্বকাপের আগে এগুলো মেনে নেওয়া যায় না। পাক দল আইসিসির কাছে নালিশ জানিয়েছে। দ্রুত বিষয়টিতে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। বিশ্বকাপের আগে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা পাকিস্তানের। হায়দরাবাদে বৃহস্পতিবার প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সামনে পাকিস্তান। তার আগে পর্যাপ্ত সময় আদৌ ভারতে এসে পাওয়া যাবে কিনা, সেটা নিয়েই এখন সংশয়ে বাবররা। ৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**